পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক দৃশ্য কাব্য)

"এই পোকা তক্ষক হউক্ এইক্ষণ,
দংশুক আমারে,—থাক্ ব্রাহ্মণ বচন"।

কাশীরাম।

"——উঠে আকাশ উপরে
নানাবর্ণে নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে"।

শ্রীসুরনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

(গোবরডাঙ্গা আর্য্য রঙ্গভূমে অভিনীত)

শ্রীহারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
২৬৭।১।১ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার,
ইডিন্ প্রেসে
শ্রীসাতকড়ি দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

বিদ্যোৎসাহীবদান্যবর

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

গোবরডাঙ্গার

বিখ্যাত ভূম্যাংধিকারীর

পবিত্র কর-কমলে

অতীব ভক্তি

ও

পরম

প্রীতির সহিত

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উপহার

প্রদত্ত হইল।

অভিনেতা।

পুরুষ	স্ত্রী।
পরীক্ষিত।	মহিষী।
জন্মেজয়।	বপুষ্টমা।
মন্ত্রী।	লক্ষ্মী।
শমীক।	জরৎকারু।
শৃঙ্গী।	নাগকন্যাত্রয়।
কৃশ।	সখীগণ।
গৌরমুখ।	গন্ধর্ব্বকন্যাগণ।
বাসুকী।	গঙ্গা।
আস্তীক।	পরিচারিকা।
তক্ষক।	জলদেবীগণ ইত্যাদি।
কাশ্যপ।	
ব্রহ্মা।	
বিষ্ণু।	
ইন্দ্র।	

প্রজাদ্বয়, সৈনিকদ্বয়, নাগরীকদ্বয়, ঋষিদ্বয়, মুনিদ্বয়, দূতগণ, ব্রাহ্মণগণ, ভদ্রগণ, ব্রাহ্মণবেশী তক্ষক; কাশ্যপ।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য—অদূরে আশ্রম।

আশ্রম দ্বারে যোগমগ্ন শমীক
উপবিষ্ট।

পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। বাণ বিদ্ধ হ'য়ে মৃগ পলাইল দূরে,—
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপে ঘন ঘন,
মুহুর্মুহুঃ আত্ম গ্লানি উথলে অন্তরে,
মতি ভ্রম ক্ষণে ক্ষণে।
কেন হেন ভাব আজি?
একি! একি!
দিবা ভাগে ধূমকেতু নেহারি গগণে!
উদিল চন্দ্রমা আসি তারামালা সহ!
হা মধুসূদন!
একি খেলা খেলিছ কাননে!
অমঙ্গল—অমঙ্গল এ সকল!

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

পবিত্র পাণ্ডুর বংশে লইয়ে জনম
হেন অমঙ্গল নাহি হেরি এক দিন।
কোথা মন্ত্রী, কোথা সৈন্যগণ,
আইনু ফেলিয়া তাদের কোন্ দূর বনে!
নিশ্চয় এ মায়া মৃগ,
নাহিক সন্দেহ তায়।
কোন্ দুষ্ট মৃগরূপ ধরি,
আইল ছলিতে মোরে!
ঘোর বনে আনিয়ে একাকী,
করিবে কামনা সিদ্ধ বধিয়ে আমায়।
মৃগয়াতে নাহি সাধ আর;
যাই ফিরি রাজধানী হস্তিনা নগরে।
ওঃ, কাল তৃষ্ণা ক্রমশঃ প্রবল,
কোথা পাই জল?
বারি দানে কে শীতল করে মোরে?
ঐ যে শোভিছে দূরে অপূর্ব্ব আশ্রম,
অবশ্য আশ্রমিক আছে ভিতরে উহার।

(শমীকের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক)

হে মহাজ্ঞানি মহাত্মন!
উন্মীলিত কর নেত্র;
হস্তিনার অধিপতি পরীক্ষিত নাম মম,
তৃষাতুর আমি,
পিপাসায় যায় প্রাণ,
সলিল প্রদানি কর শীলতা প্রকাশ।
আরে আরে যোগীর অধম!
ভণ্ডযোগ শিখিলি কোথায়?

তৃষাতুর, ডাকি ত্রাহি রবে,
নাহি দেও জল মোরে ?
প্রত্যুত্তর না কর কথায় ?
ধিক্ ধিক্ তোরে।
পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে লইয়ে জনম,
ছিছি, ছিছি,
হেন আচরণ!
গর্ব্বে বশীভূত!
যোগি-রীতি নহে কভু ইহা।
অহঙ্কার ভাঙ্গিব তোমার—
রাজা আমি,
অবশ্য করিব তব দণ্ড সমুচিত।

(ভূতল হইতে একটী মৃত সর্প তুলিয়া শমীকের গ্রীবা দেশে প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান)।

শমীক। (ধ্যান ভঙ্গে)
একি!
মৃত সর্প কেন দোলে গলে ?
কোন্ মূঢ়ের কার্য্য ইহা ?
ভাল, ধ্যান করি দেখিব সকল।
(ধ্যানস্থ হওনানন্তর)
ওঃ, মহাপাপে ঘিরেছে হৃদয়—
কুপ্রভাত হইল আমার—
বৃথা হ'ল যোগ যাগ যত—
ধর্ম্ম কর্ম্ম গেল রসাতল।
হায়, অতিথি বিমুখ,

তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিত
হতমান মোর ঠাঁই!
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি
হস্তিনা ঈশ্বর,
কেমনে দেখাব মুখ তাঁহার সদনে?
পাঠাইব রাজধানী কারে?
কিম্বা যাই নিজে,
প্রার্থনা করিব ক্ষমা শত শত বার।

কৃশের প্রবেশ।

কৃশ। একি তাত?
কেন হেরি বিষাদ বদন?
প্রশস্ত হৃদয়ে কেন হেন অপ্রসন্ন ভাব?
একি, একি!
মৃত সর্প কেন গলে?

শমী। ওঃ—পাপ, পাপময় দেখি চারিদিক।
অধম নারকী আমি—

প্রস্থান।

কৃশ। একি কাণ্ড?
নারিনু বুঝিতে কিছু;
যাই যাই ঋষির পশ্চাতে, শুনিব সকল।

প্রস্থান।

———০———

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

কাননের অপর পার্শ্ব।

কতিপয় সৈনিকের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। পাতি পাতি খুঁজিনু কানন,
না পাইনু সন্ধান রাজার।
শুন শুন সৈন্যগণ!
পুনঃ অন্বেষণ সবে কর মহারাজে।
চিত্ত নহে স্থির মোর,
নানা অলক্ষণ সব দেখেছি কাননে।

প্র-সৈ। অন্বেষিনু সর্ব্বস্থান,
বল, মন্ত্রিবর!
কোন দিকে যাইব এবার?

মন্ত্রী। যাও সবে ঐই দিকে;
তিন দিকে হ'য়েছে সন্ধান,
বাকি মাত্র পশ্চিম প্রদেশ।
স্থির হও সবে,
শুন মন দিয়া,
দূর বনে নারী কণ্ঠে কে করে সঙ্গীত?

(নেপথ্যে গীত)

মেঘ-একতালা।

থর থরি থরে কাঁপিছে মেদিনী,
থর থরি কাঁপে জগত বাসী।

থর থরি কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য,
কাঁপিছে গগনে তারকা রাশি।
নীতিমান আজি কুনীতি প্রভাবে,
নৈতিক ধরম পদে বিদলিয়া ;—
(ভাল) রাখিলে কীরিতি, হস্তিনাধিপতি,
জগৎ যুড়িয়া ধরম নাশি ॥

মন্ত্রী। একি! একি!
কি করিল মহারাজ?
কেন হেন গান?—

পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। রক্ষ রক্ষ মন্ত্রিবর!
ব্রহ্ম তেজ পুড়ায় আমারে।
ওহো, ওহো,
জ্বলে অগ্নি বিষম আকারে!
জলে, স্থলে, ব্যোমপথে—
নাহি স্থান কোন দিকে—
চারিদিক জ্বলে তেজে!
ঐ ঐ!
ভীষণ আকার! ভীষণ প্রকার!
ভয়ঙ্কর গরজন!
অ্যাঁ অ্যাঁ!
একিরে আবার!
নরক সহায়ে আসে পুন ভীম তেজে।
স্বপন সমান, স্বপন সমান,
অভিমন্যু পুত্র আমি,

ধনঞ্জয় পিতামহ মোর,
সাধ্বী সতী উত্তরা জননী,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ পৌত্র,
প্রতিপালক আপনি কেশব ;
হেন বংশে জন্ম মম।
ছিছি, ছিছি,
পরিতাপে ফাটে প্রাণ,
করিলাম ব্রাহ্মণ অপমান।
হান বজ্র সুরনাথ !
গোপনে রেখ না আর,
শীঘ্র বধ পাপীর জীবন।
ওহো, পুড়ে গেল !
পুনঃ সেই হৃদি ভেদি গান !—

চারিজন গন্ধর্ব কন্যার প্রবেশ

ও গীত।

(পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ)

যোগ মগ্ন ঋষি জানিবে কেমনে,
তৃষাতুর তুমি তীব্র পিপাসায় ;—
জ্বলন্ত অমলে শিরে তুলে নিলে,
কি ফল ফলিল ঋষিরে শাসি।
স্মরহে শান্তনু, স্মর ভীষ্মদেবে,
স্মর পিতৃদেবে পিতামহ আদি ;
সুবর্ণ অক্ষরে র'য়েছে লিখিত,
যশোভাতি তাঁদের জ্যোতি বিকাশি।

পরী। উঃ যায় প্রাণ,—যায় প্রাণ।
করযোড়ে করি স্তুতি মহাদেবীগণ!
শিক্ষয়িত্রী হও সবে,—
যুক্তি বল মোরে,—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
পরিতাপে গেল প্রাণ—

(পূর্ব্ব গীতের অবশিষ্টাংশ)

গন্ধ-ক। পরিতাপে এ পাপ ক্ষয় নাহি হবে,
দণ্ড গ্রহণ এর করিতে উচিত;
নতুবা জ্বলিবে যাবত জীবন,
জ্বলন্ত নরক হৃদয়ে পশি।

পরী। পরিতাপে এ পাপ হবে না মোচন,
জানিয়াছি স্থির মতে।
পদে ধরি,
বল কিসে যায় এই পাপ?

(বেগে গন্ধর্ব্ব কন্যার পদধারণ করিতে গমন কিন্তু কন্যাগণের সহসা অন্তর্হিত হওন।)

পরী। একি, একি!
কেন এ বঞ্চনা!
কোথা গেল মায়া কন্যা যত?—

মন্ত্রী। নিবেদন নরনাথ।
অবোধ অজ্ঞান আমি,

মর্ম্মার্থ বুঝিতে নারি কিছু।
কি ঘটনা এ সকল ?

পরী। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ যোগ্য মন্ত্রী তুমি,
বলি সব কথা,
উপযুক্ত যুক্তি দান করহ আমারে।
না, না,
হ'ল না, বলিতে নারিনু সে সকল ;
হুঙ্কারিয়ে ব্রহ্ম অগ্নি
কণ্ঠরোধ করিল আমার ;
না সরে বচন আর।
একি সর্ব্বনাশ ;
হের হের মন্ত্রিবর!
ব্রহ্মদণ্ড মাথার উপরে !
নাহি নাহি নাহিক নিস্তার,
সবংশেতে হ'ব ছার খার,
যাই যাই রাজধানী—

বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ হইল এবার।
একি হেরি ছায়া বাজি !
একি বিবর্ত্তন।
চল সেনাগণ !
বহু দূরগেল রাজা।
হা বিধাতঃ !
একি লীলা ভয়ঙ্কর ?
কত খেলা খেল তুমি,
কে বলিতে পারে ?

ওহো, লীলাময় তুমি!
দেখি,
কিবা নব লীলা আ'জ পরীক্ষিত ভালে!

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ভাগীরথী তীর)

শৃঙ্গী।

শৃঙ্গী। তপঃ সাঙ্গ হ'ল মোর,
যাই এবে পিতার গোচরে।
মহা জ্ঞানি পিতা মম—
মান্য তিন লোক;
সুরাসুর নাগ নর যক্ষ রক্ষঃ আদি
সর্ব্বলোকে পূজনীয় সদা।
যদি জন্ম ভবে হয় মোর পুনঃ,
শমীক ঔরসে যেন জন্মি পুনর্ব্বার।
বাসনা নাহিক মনে আর,
জন্মে জন্মে পিতৃ-পদ সেবিব সাদরে।
একি!
কেন হেন অমঙ্গল নিরখি গগনে!
নৃত্য করে বাম নেত্র,
অশিব চীৎকার রোল. শিবা দল মাঝে.

ক্ষুণ্ণ মন পলকে পলকে।
সমীরণ আসি
কানে কানে কহে যেন মোরে
কাপুরুষ তুমি শৃঙ্গি!
ঋষি কুলে কুলাঙ্গার অযোগ্য সন্তান।
কি করিনু আমি,
তপস্যার হইল কি ত্রুটি!
বুঝিতে পারি না কিছু দৈব বিড়ম্বনা;
রঙ্গভূমি এ পৃথিবী লীলার আধার।

কৃশের প্রবেশ।

কৃশ। ভাঙ্গিয়াছে দর্প শৃঙ্গি!
মহামান্য পিতা তব ভাব মনে মনে,
ঘুচেছে সে অহঙ্কার।
চল মোর সনে,
প্রত্যক্ষ করিবে দরশন,
কি দুর্দ্দশা শমীকের তপোবনে আজ।

শৃঙ্গী। কি?
শমীকের-দুর্দ্দশা!
অসম্ভব—অসম্ভব কথা;
পিতৃ কথা লয়ে না কর বিদ্রূপ পুনঃ।

কৃশ। বিদ্রূপ না করি কদাচন,
সত্য কথা বলিনু সকল।

শৃঙ্গী। সত্য কথা?
কহ খুলি কি ঘটেছে বনে।

কৃশ। অচিন্ত্য ঘটনা।
হস্তিনার অধিপতি রাজা পরীক্ষিত

পিপাসায় হইয়া আকুল,
জল আশে এসেছিলেন শমীক সমীপে।
যোগে রত পিতা তব,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সে সময়।
না জানিল তপোধন,
না পাইল জল রাজা।
ক্রোধে দুষ্ট নৃপমণি মৃত নাগ লয়ে
গলদেশে প্রদানিল পিতার তোমার।

শৃঙ্গী। উঃ, অসহ্য বচন,
আকাশে এখনও বজ্র!
পড় পড় নরাধম শিরে।
অনুমান সত্য মোর,
অশুভ দর্শন ফল।
ভাল,
যোগ ভাঙ্গি কি বলিল পিতা?

কৃশ। সদাশয় পিতা তব,
কিছু না বলিল মহারাজে;
আত্ম নিন্দা করিল বিস্তর।

শৃঙ্গী। কি?
আত্মগ্লানি করিলেন পিতা!
ক্ষমিলেন দোষ সে মূঢ়ের!
ওহো, অন্যায় বিচার।
আমি না ক্ষমিব কভু,
তেজ গর্ব্ব নাশিব অচিরে,
ছার খার দিব রাজ্য;
ঘুচাইব পাণ্ডবের নাম।

অপমান—অপমান—
ব্রাহ্মণের হেন অপমান!
শুন, শুন, ব্রহ্ম বেদ!
শুন, বেদ মাতা,
দেবতা তেত্রিশ কোটী!
শুন মোর কথা!
শুন, শুন, বনস্থলি!
শুন, ভাগীরথি!
শুন, সূর্য্য!—শুন, চন্দ্র তারাদল সহ!
নাগ নর যক্ষ রক্ষঃ শুন দৈত্যগণ!
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল ব্যোম পথ আদি!
শুন, সবে আমার কাহিনী!
পূর্ব্ব আদি দশদিক্!
দিক পত্নী যত!
শুন শুন বচন আমার!
ত্রিলোকের লোক শুন, যে আছ যথায়!
তপাচারী যদি আমি, হই এক দিন,—
এক তিল ধর্ম্মে যদি, থাকে মতি মোর,—
থাকে যদি পিতৃপদে, ভকতি অশেষ,—
তক্ষক দংশিবে আসি,—সপ্তাহ ভিতরে
ক্রূরমতি পরীক্ষিতে।
পুনঃ কহি, স্পর্শি গঙ্গাবারি,
পূর্ব্বদিক্ ত্যজি যদি পশ্চিমে তপন
হয়েন উদয় কভু,—
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যদি, হয় এক সম,—
ছাড়ে যদি মহা সতী, আপন পতিরে,—

যাগ যজ্ঞ ফল যদি, নাহি পায় কেহ,—
এক ব্রহ্ম যদি কভু, হয় ভুল কথা,—
তবু শাপ ফলিবে নিশ্চয়;—
অন্যথা না হবে বাক্য মোর।

শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও
চারিদিকে অলৌকিক জ্যোঃতি
প্রকাশ।

শৃঙ্গী। হের হের দেব কুল! অনুকূল মম।
পূর্ণপাপী পরীক্ষিত।
চল যাই পিতার নিকট।

(উভয়ের প্রস্থান)

গঙ্গাগর্ভ হইতে পূর্ণমূর্ত্তি
বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উত্থান।

লক্ষ্মী। প্রাণ কাঁদে, প্রাণনাথ!
পাণ্ডুবংশে ব্রহ্মশাপ,
দূর কর বিষম বাসনা;
রক্ষা কর রাজা পরীক্ষিতে।
শুনিলে সকল
কি কহিবে, স্বর্গবাসি রাজা যুধিষ্ঠির?
নহে কভু পাপী রাজা।

নারা। কেন ভ্রান্তি প্রিয়তমে!
মহামায়া!
কেন মোহে অভিভূত?
সর্ব্বজ্ঞানী ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির,

জানেন সকল তিনি,
না দুষিবেন মোরে।
নাগ বংশে আছে মাতৃ শাপ,
অন্যথা কে করে তাহা ?
সর্পযজ্ঞে জনমেজয়
হবেন দীক্ষিত,
নাগ কুল হইবে নির্ম্মূল,
বিধাতার ইচ্ছা ইহা।
তাই হেন অভিশাপ,
তক্ষক দংশন পরীক্ষিত ভালে।
পাপী নহে পরীক্ষিত,
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য রাজা।
উদ্ধার করিব আমি,
স্বর্গবাস হইবে রাজার
পাণ্ডু পুত্রগণ সদা
যে স্থলে বিরাজে,
সেই স্থান ভুঞ্জিবেন রাজা পরীক্ষিত—
অনন্ত অনন্ত কাল।
পাণ্ডুবংশ রক্ষিত আমার
জান তুমি চিরদিন;
কেন তবে বিচঞ্চল এত ?
কাল পূর্ণ হয়েছে রাজার,
নিমিত্তের ভাগীমাত্র শাপ।

লক্ষ্মী। তব ইচ্ছা হইবে সফল,
কার সাধ্য লঙ্ঘে তাহা ?

উভয়ের অন্তর্ধান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(আশ্রমসম্মুখ বেদিকা)

শমীক, শৃঙ্গী ও গৌরমুখ।

শমী। দেখ বৎস! বিচারিয়ে মনে,
শাপ যোগ্য নহে কভু রাজা।
অশান্ত প্রকৃতি তব;
তাই নিন্দ বার বার
ধর্ম্মশীল পরীক্ষিতে।
মহাজ্ঞানী নরনাথ।
পাপ শূন্য রাজ্য সদা;
শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ,
জরা, মৃত্যু, ভয়,
কভু নাহি তাঁর অধিকারে।
ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্
প্রজাগণ সব;
শক্রতা করিতে লোক, নাহি জানে কেহ,
একতায় আবদ্ধ সকল।
মহা সুখে আছি মোরা,
নাহি কোন তাপ।
অকারণে অভিশাপ
করিলে রাজায়!

অধর্ম্ম হ'য়েছে বড় তব।
তিন লোকে এ কু-কীর্ত্তি
গাইবে তোমার।
তপ জপে ব্যস্ত বট তুমি,
ক্ষমা গুণ কিছুমাত্র নাহিক তোমার।
ব্রহ্ম প্রার্থীর হেন রোষ, কভু ভাল নয়;
ক্রোধী, ব্রহ্ম পদ নাহি পায় কদাচন।
মহা বজ্র সম কথা
শুনিলে ভূপতি,
কি কহিবে মোরে?—
কি কহিবে ঋষির সমাজ?
ওহো, হৃদ্ কম্প হতেছে আমার!
হেরি তব আচরণ!
সুপ্রসন্ন হও রাজ্যেশ্বরে,
বৃথা তাপ কর দূর।

শৃঙ্গী। ভাল,
ভুলিলাম মনের সন্তাপ।
কিন্তু কহ, পিতঃ!
মহা জ্ঞানী তুমি,
কি করিয়ে অভিশাপ
হইবে মোচন?
বাক্ সিদ্ধ আমি সদা,
পরিহাসচ্ছলে, মিথ্যা নাহি কহি কভু।
তবে কেন বাক্য মম
হইবে লঙ্ঘন?
জন্মাবধি তপাচারী

জান তপোধন,
তপ জপ বিনা অন্য কার্য্য নাহি করি ;
বেদ মাতা মহাদেবী,
গায়ত্রী জননী,
চিরদিন অনুকূল মোর।
কোন কালে অন্যথা না হবে অভিশাপ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন, যাহা হয় ইথে
নাহি আর হাত তায়,
অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয়।

শমী। হাহাকার হস্তিনা নগরে,
যাও যাও গৌর মুখ,
জানাও রাজারে
নিদারুণ মর্ম্মভেদি শাপ।
শমীকের কীর্ত্তিস্তম্ভ করগে প্রচার

গৌর। যথা আজ্ঞা, মহামুনি !

প্রস্থান

শমী। শুন শৃঙ্গি !
পিতা আমি তব,
উপদেশ কিছু মোর শুন মন দিয়ে।
তপ জপ বিনাশিবে
ক্রূর ক্রোধ তব।
শান্তি গুণে, ফল মূল পানে,
যত শীঘ্র পার
উহা কর বিসর্জ্জন।

নহে কভু,—
নাহিক নিস্তার।
ক্রোধাগ্নিতে সর্ব্ব ধর্ম্ম
যাবে রসাতল।

শৃঙ্গীর প্রস্থান

শমী। কঠিন কঠিন শাপ
বিনা দোষে রাজ ভালে।
কেন হেন দারুণ ঘটনা ;
কেন কেন দেবরোষ পরীক্ষিত প্রতি ?
ভাল দিন আইল আমার।
একে জ্বলে নরকাগ্নি হৃদয় মন্দিরে,
পিপাসার্ত্ত মহরাজে করিনু বঞ্চনা!
তায় পুনঃ অভিশাপ!
কীর্ত্তিবান ক্ষমাবান্ মহাযোগী আমি,
তিন লোকে গায় জনে জনে ;
ভাল কীর্ত্তি করিনু স্থাপন!
সহিষ্ণুতার উপযুক্ত দিনু পরিচয়!
যোগীর কর্ত্তব্য কার্য্য কৈনু বিধিমতে।
ধিক্ ধিক্ শৃঙ্গি! তোরে,
ধিক্ তোর জপে।
ভাল, ব্রহ্মশাপ?—
কিবা ক্ষতি তায়?
দংশুক তক্ষক,
বাঁচাইব নরনাথে ;—
যোগ বল দেখিবে জগৎ।

একি!
কে আসে, অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বর্গীয়কামিনী?
বীণাপাণি, কিম্বা বেদ মাতা!
ভুবন জিনিয়া রূপ কোন্ দেবাঙ্গনা?

শৃঙ্গ বাদন করিতে করিতে মূর্ত্তিমতী দৈববাণীর প্রবেশ।

শমী। কে, মা তুমি, বনবিহারিণি!
তাপস আশ্রমে মাগো, কিবা প্রয়োজন?—
কোন কার্য্যে আগমন হেথা?—
কি কার্য্য সাধিয়ে দাস হইবে উদ্ধার?

দৈব। শুন ঋষি শমীক সত্তম,
পরিচয় শুন মোর।
সংশয়নাশিনী নাম মম,
অন্য নাম দৈববাণী, চরাচর জানে।
দেবমুখে বসতি আমার,
দেব কার্য্যে আসিয়াছি হেথা।
ভ্রান্তি জালে, হে তাপস, সমাচ্ছন্ন তুমি,
তাই আগমন মোর।
শুন সার কথা,
শুন দেব যুক্তি,
যোগবলে তুমি নারিবে বাঁচাতে
রাজা পরীক্ষিতে।
বৃথা চেষ্টা তব,
আয়ুহীন পরীক্ষিত॥
না নিন্দিও তেজস্বী শৃঙ্গীরে,
না নিন্দিও নিজেরেও তুমি;”

দৈব বিড়ম্বনা সব !
কর ভ্রম দূর,
স্মর পূর্ব্ব কথা ;
সর্প সত্র কর অনুধ্যান।

শমী। ধন্য মাতঃ ! অপার মহিমা তব,
ধন্য আমি,
ধন্য জন্ম মোর।
দিব্যজ্ঞানদায়িনি জননি !
দূর হল অন্তদহন,
বুঝিলাম সব কথা।

শৃঙ্গ বাদন করিতে করিতে দৈববাণীর প্রস্থান।

শমীকের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

পরীক্ষিত ও রাজমহিষী।

পরী। মিথ্যা নহে, রাণি !
দেখেছি স্বচক্ষে,
ব্রহ্ম তেজ জ্বলিছে সম্মুখে।
নাহি শান্তি কোন দিকে আর,

হাহাকার দশদিক্।
ভীষণ নরক জ্বলে
সম্মুখে সতত ;—
ব্রহ্মদণ্ড সদা ভয়
দেখায় আমারে ;—
নাহিক নিস্তার, প্রিয়ে! আর ;—
ব্রহ্ম শাপে সর্ব্বনাশ হইবে সত্বর।
পরিতাপ ধরে না হৃদয়ে,
হারাইনু পৈতৃক সম্বল!
পাণ্ডুবংশে দুরাচার, আমি কুলাঙ্গার,
করিয়াছি, দ্বিজ অপমান,
হইয়াছি, পাণ্ডু কুলে পতিত সন্তান।
পৈতৃক সম্পত্তি লাভে
নহি অধিকারী, প্রিয়ে!
রাজ্য ধন যশ মান সম্পদ বিভব
যাক্ দূর হয়ে ;
কিছু নাহি ক্ষোভ তায়।
কিন্তু প্রিয়ে!
আমার পৈতৃক ধন আপনি কেশব ;
এত দিনে সেই ধনে
হইনু বঞ্চিত ;
না থাকিল তায় আর
মম অধিকার।
কি কহিবে, স্বর্গবাসি পিতৃগণ মোর?
কি কহিবে, জগত আমারে?
যাই, যাই, প্রণয়িনি।

যাই দূর বনে;
জনমেজয় থাকিল তোমার।

মহি। স্থির হও, মহারাজ!
কাঁদিতে পারি না আর;
দিন দিন
চিত্তের বিকার, হেরি তব
অবসন্ন হইয়াছি নাথ!
বুদ্ধি না জুয়ায় মোর।
শঙ্কটে শঙ্কটহারী ডাক নারায়ণে,
পাপ তাপ যাইবে সকল।

পরী। নারায়ণে ডাকিব কেমনে,
পিতৃধন তিনি যে আমার।

মহি। সরল অন্তর সদা মুনি ঋষিগণ,
ক্ষমিবেন দোষ তব।
কর চিত্ত স্থির,
রাজ কার্য্যে দেহ মন।

পরী। বুঝিলাম প্রিয়তমে!
বিপদ রাশি হইলে উদ্ভব.
সূক্ষ্ম জ্ঞান নাহি থাকে কার।
সত্য কথা,
ক্ষমিলেন ঋষিবর,
ক্ষমিবেন কেন হরি?
ব্রহ্ম দণ্ড অনুগত তাঁর।
ক্ষমা!
ওহো বিষম বঞ্চন সাধ।
বুদ্ধিমতি তুমি প্রিয়ে!

ক্ষমা নাম না করিও আর।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। শূন্য সিংহাসন নরনাথ!
চল সভামাঝে,
রাজকার্য্যে কর মনোযোগ।
বিশৃঙ্খল চারিদিক
হ'তেছে কেবল।
রাজা না থাকিলে,
রাজ্য যায় রসাতল।
রাজকার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি;
জ্ঞান হীন আমি,
রাজনীতি কি শিখাব আর।

পরী। কি কহিলে, মন্ত্রিবর!
রাজকার্য্য?
নহি রাজ্যেশ্বর আমি আর;
রাজ্য মম পৈতৃক সম্পত্তি,
নহি তার অধিকারী আমি।
বিচঞ্চল মতি মোর হ'য়েছে অধিক।
কিছুদিন লভিব বিরাম;
রাজ্য রক্ষা কর তুমি নিজে।

মন্ত্রী। শৃগাল লভিবে কিহে সিংহের আসন?

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। অবধান, মহারাজ!
তপোবন হ'তে,
আসিয়াছে ঋষি এক।

বলিলেন মোরে,

"রাজার গোচরে মোর আছে নিবেদন,

আগমন জানাও তাঁহারে"।

পরী। চল চল সচিব প্রধান,

দেখি, দেখি, কোন্ ঋষি ইনি ?

যাও দূত!

সাদরে সভার মাঝে

আন তাঁরে ত্বরা!

এখনি ভেটিব তথা।

দূতের প্রস্থান।

প্রিয়ে! ব'স তুমি হেথা,

সত্বর আসিব ফিরি।

মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

মহি। কোথা হতে এল ঋষি ?

কেন মন হইল অস্থির ?

রক্ষা কর নারায়ণ!

কুদিন বিনাশ কর, কুদিন-বারণ!

পাণ্ডুবংশ রক্ষিত তোমার।

(গীত)

বেহাগ—একতালা।

হে বিপদবারণ!

হ'য়ে অনুকূল, রাখ পাণ্ডুকুল,

হে [illegible]!

দুঃখদিন নাশ, আন ফুল্লদিন,

নাহি জন সে প্রদেশে,
জলাশয়ও না ছিল তথায়।
সবে মাত্র ছিল ঋষি শমীক সত্তম—
কিন্তু যোগমগ্ন।
না জানিল মহারাজ,
জল যাচ্ঞা করিলেন
ঋষির সদনে।
ঋষিও নারিল
কিছু জানিতে সকল,
যোগে রত ব'লে।
কুপিলেন মহারাজ,
মৃত সর্প দিল ভূপ ঋষির গ্রীবায়;
তাই হেন অভিশাপ।

প্র-প্র। রোষ মাত্র ব্রাহ্মণের সার;
তপস্বী হইলে দ্বিজ
আরও গর্ব্ব, হয় সমধিক।
এই দোষে এই অভিশাপ!

দ্বি-প্র। দোষই বা কি?
সুদক্ষ বিচার পতি
রাজা পরীক্ষিত;
ত্রিলোকেতে জানে সর্ব্বজন।
মৃত সর্প গলদেশে
দিয়াছেন রাজা,
অবিচার নহে কভু ইহা।

মন্ত্রী। তর্কে নাহি প্রয়োজন,
স্বকার্য্য সাধনে হও রত;

যাও যাও প্রজাগণ!

প্র-প্র। যথা আজ্ঞা মন্ত্রিবর!

বুক ফেটে যায়,

পরীক্ষি‍ে ‍ হ্মশাপ!

দ্বি-প্র। হায় হায়

পাণ্ডু বং ‍ ব্রহ্মশাপ!

প্রজাদ্বয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। কাঁদ কাঁদ ‍ জাগণ!

কাঁদিবার ‍ ন সকলের ;

বিধাতার ‍ ভুত ঘটন,

নিদারুণ ‍ ভিশাপ!

তক্ষক দ ‍ —

কল্পনার ‍ াচর কাজ!

যে দিকে ‍ কাই, হায়!

বিষাদে ‍ রিপূর্ণ, সকল প্রকৃতি!

নাহি হে ‍ ান্তি কোন দিকে—

নাহি জা ‍ কি ঘটিবে, পরীক্ষিত ভালে—

নাহি জা ‍ হস্তিনার কি হবে উপায়।

মহাবিষ ‍ নাগ

তক্ষক ভু ‍ ;

নাগ বং ‍ নারও ক্রূর সে।

কিসে তা ‍ বিষ অগ্নি হইবে নির্ব্বাণ,

নাহি পাই ‍ ন্ধান খুঁজিয়া।

কোথা হে ‍ াণ্ডবসখা শ্রীমধুসূদন!

পাণ্ডু কুলে ‍ া সর্ব্বনাশ,

বিষ বৈদ্য নাহি প্রয়োজন,
ব্রহ্মবাক্য হউক সফল।

প্রথম দূতের প্রবেশ।

দূত। অবধান, মন্ত্রিবর!
স্তম্ভগৃহ হয়েছে নির্ম্মিত।
কিবা আজ্ঞা তব।

মন্ত্রী। যাও, তুমি তথা,
সত্বর যাইব আমি।

দূতের প্রস্থান।

মহারাজ!
স্তম্ভগৃহ হইল প্রস্তুত,
চলুন, সে ভয়শূন্য গৃহের মাঝারে।
পঞ্চদিন হইল বিগত,
কবে আসে,
দুষ্ট নাগ নাহিক নিশ্চয়।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দূত। নিবেদন, মন্ত্রিবর!
বিষ বৈদ্যগণ সবে দ্বারে অবস্থিত।
কিবা আজ্ঞা তব?

মন্ত্রী। যাও, তুমি!
ত্বরায় যাইব আমি।

দূতের প্রস্থান।

মহারাজ!
মন্ত্রবলে সর্পবিষ যাবে রসাতল।

পরী। অবোধ সচিব,

তক্ষকের বিষরাশি
নিবিবে মন্ত্রেতে ?

মন্ত্রী। কিবা অগোচর তব,
সর্ব্বজ্ঞানি ভূপ !
অসাধ্য সাধিত হয়
মন্ত্র মহিমায় !

পরী। ভাল,
যাও তবে, কর সব আয়োজন।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

মহানাগের বিষাগ্নিতে
ত্রাণ নাই মম,
জানিয়াছি স্থির।
তিন লোকে,
হেন বৈদ্য কে কোথায় আছে,
তক্ষকের বিষরাশি
করিবে নির্ব্বাণ ?
না—না—
বাঁচিতে নাহিক সাধ আর,
ব্রহ্মশাপ পড়িয়াছে, পাণ্ডবের বংশে।

প্রস্থান।

শূন্যে কমলাসনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর
আবির্ভাব।

লক্ষ্মী। রাখ নাথ, দাসীর মিনতি,
দেখিতে পারি না আর

দুর্গতি রাজার।
কহ নাথ!
তক্ষকে ডাকিয়ে,
নাহি যেন দংশে রাজ্যেশ্বরে।
ধূর্ত্ত নাগ
যদি রক্ষা নাহি করে বাণী;
সবংশেতে নাগকুল করিব নির্ম্মূল।
মরিবে বাসুকীরাজ
মম অভিশাপে;
সর্প বংশ হইবে নিঃশেষ।

বিষ্ণু। অকারণে কেন রোষ কর গুণবতি।
সর্প বংশ শেষপ্রায় হইবে সত্বর।
তক্ষকের নাহি কোন দোষ।
দেব কার্য্য সাধিবে ভুজঙ্গ,
বলিয়াছি পুনঃ পুনঃ, প্রেয়সি! তোমায়!
মহা সাধু মহারাজ হস্তিনাধিপতি,
মনোগত ভাব তুমি, জান ত তাঁহার!
তবে কেন হেন অনুরোধ?
মনোরথ পরিপূর্ণ করিব রাজার;
ত্যজ চিন্তা, অচিন্ত্যরূপিণি!

গন্ধর্ব্ব কন্যাগণের আবির্ভাব
ও গীত।

হের সখি অপরূপ উজলিছে
বিমানোপরে।
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে বসি গগণ আলো করে॥

দেখ সখি চিকণ কালা,
পরি গলে বনমালা,
হাসি হাসি মধুর ভাষে কহিলেন কি কমলারে॥
নব দুর্ব্বাদল শ্যামে,
আঁখি মেলি দেখ বামে,
কুঙ্কুমবরণা লক্ষ্মী রাখি দক্ষিণে পতিরে।
জলদে কুঙ্কুমে মিশি,
হের নব শোভা রাশি,
অনুক্ষণ হেরিলে তবু নেহার পিয়াস যায় না দূরে।

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অন্তর্ধান
গন্ধর্ব্ব কন্যাগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রাজমহিষী ও পরিচারিকা।

মহি। কত পাপে
আমি রে পাপিনী!
নাহি জানি ইয়ত্তা তাহার;
নিদারুণ অভিশাপ,

কি হ'বে স্বজনি!
কি ঘটিবে অভাগিনী ভালে?
শূন্য মন,
ক্ষুণ্ণ প্রাণ হেরিয়ে রাজার
জ্ঞান শূন্য হইয়াছি আমি।
অকুল পাথার সব, দেখি চারিদিকে।

পরি। নাহি ভয়, মহারাণি!
নানা দেশ হ'তে, আসিয়াছে বৈদ্যগণ,
বিষ বিদ্যায় মহাজ্ঞানী তাঁরা।

মহি। কি জানি?—
কুচিন্তায় মন মম, হ'য়েছে মোহিত;
অলক্ষণ পদে পদে গায়।
শুভ নাহি দেখি কোন দিকে।
ধূধূ করে অন্তর সতত;—
শোক অগ্নি জ্বলে অহরহঃ;—
বুঝিতে পারিনা কিছু
দৈব বিড়ম্বনা।
শূন্য বাণী
কানে যেন আসি,
এই কথা বলে মোরে,
'উত্তরার পুত্রবধূ, তুমি অভাগিনি!
উত্তরার দশা তব ঘটিবে অচিরে,।

পরি। হেন অমঙ্গল, মাতঃ!
না বল কখন।
পুণ্যবান্ স্বামী তব!
ধার্ম্মিকের জয় মাগো।

হয় চিরদিন।

রাণী। সত্য সখি!

ধার্ম্মিকের পরাজয়

নাহি কোন কালে,

কিন্তু তবু কেন, পোড়ে প্রাণ?

পরি। অশুভ ভাবনা দূর

কর, মহারাণি!

সুস্থির হইবে চিত্ত;

না হেরিবে, অমঙ্গল আর।

রাণী। যাই আমি রাজার গোচরে।

জনমেজয় কোথা?

পরি। শুয়ে আছে মোর ঘরে।

মহি। যাও তুমি তথা,

একাকী র'য়েছে বাছা মোর।

পরি। যাই দেবি—

আনিব কুমারে হেথা?

মহি। চল যাই, তোমার ভবনে।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ মন্দির।

পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। এই সেই নাট্য শালা!
কই শান্তি হেথা?
কই সেই প্রমোদ লহরী?
কই কই মনের উল্লাস?
যে আনন্দ, প্রকৃতির
সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা চিরদিন,
কই সেই বিমল আমোদ?
কোথা গেল সুখ রাশি?
নব ভাব ধরেছে প্রকৃতি,
নব ভাব বসুন্ধরা চক্ষে আজি মোর।
বিষাদ, ক্ষোভ, পরিতাপ,
ত্রাস, একে একে ঘিরেছে হৃদয়।
ত্রাস?
কিসে ত্রাস?
মৃত্যু ভয়ে?
না না,
সে ভয় করেনা অন্তর মোর।
মৃত্যু মোর বাঞ্ছনীয় সদা,
দণ্ড মোর মহা প্রার্থনীয়।

শমীকের শাম্য ভাব, মহা উদারতা!
অহঃরহঃ জাগিতেছে হৃদয় আগারে!
কাল কাল ব্রহ্ম কোপ
তেজস্বী শৃঙ্গীর—
দহে, দহে অন্তস্তল মম!
দিবধামে হাসে যত দেবতা মণ্ডলী,
হাসে নর জগৎ মাঝারে,
রসাতলে বসি হাসে অনন্ত নাগিনী,
হেরি হেরি আচরণ মোর!
চারিদিকে বিদ্রূপের ছটা,
চারিদিকে ঘৃণার তরঙ্গ;
হরি, হরি,
একি বিপরীত দৃশ্য!
পাপে পূর্ণ দেহ মোর,
পাপী চক্ষে সব বিপরীত।
ফাটে ফাটে ফাটে বুক,
যাই কোথা আমি?
এস এস দণ্ডধর,
যম দণ্ড করে,
মার মার দুরাচারে!
পড় পড় শিরে বজ্র
ভেদিয়ে আকাশ!
দিনকর!
দ্বাদশ ভাস্কর তেজে দগ্ধ নরাধমে!
অনন্ত রৌরব দ্বার হও উদ্ঘাটিত,
ডুবাও ডুবাও কুলাঙ্গারে!

তিলার্দ্ধও না বিচারি মনে
মহাযোগী শমীকের কৈনু অপমান!
হে তক্ষক!
পঞ্চদিন আজি,
শাপ পূর্ণ করহ আসিয়ে।
না পারি বহিতে আর এ পাপ শরীর;
রাখ রাখ অভাগার কথা।
হে চক্রী পাণ্ডব ভরসা হরি!
পাপী বলি ত্যজনা হে অনাথ বান্ধব!
ভগবন্ করুণা নিদান!
কি বলিয়া ত্যজিবে দাসেরে,
কি বলিবে পাণ্ডব সকল?
রক্ষা কর রক্ষাময়!
মুক্তি পথ প্রদান' আমারে।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ!
ডাকিব কি নর্ত্তকী সকলে?

পরী। হা অবোধ মন্ত্রি!
কি করিবে নর্ত্তকী আসিয়ে
এই প্রমোদ মন্দিরে?
হৃদয় মন্দিরে মোর
নানা তালে নাচে,
নব নব গীত কত, শুনি প্রতিক্ষণে।
বাদ্য গীতে কিবা প্রয়োজন!

মন্ত্রী। ক্ষম নরনাথ।

অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহামতি!
স্তম্ভ গৃহে চলুন এখন।

পরী। বৃথা সব আয়োজন।

প্রস্থান।

পঞ্চম-গর্ভাঙ্ক।

স্তম্ভগৃহ।

পরীক্ষিত, রাজমহিষী ও জন্মেজয়।

পরী। অদ্ভুত স্বপন কথা
শুন সুলোচনে!
অবসান নিশি প্রায়,
নিদ্রা নাহি চক্ষে মোর,
শোক পূর্ণ এ শরীর
কাঁপিতেছে ঘন ঘন।
সহসা নিদ্রার ঘোর
আসিল আমার,
অবসন্ন হইল ইন্দ্রিয়,
মুহূর্ত্তেকে অচেতন হইলাম আমি।
পরক্ষণেই নিদ্রা বেশে
দেখিলাম প্রিয়ে!

চতুর্ভুজ শ্যাম মূর্ত্তি,
শঙ্খ চক্রধারী,
পূর্ণ মূর্ত্তি পাণ্ডুকুল সখা
আপনি মুরারী,
আসিলেন মম পাশে;
সঙ্গে সতী কমলা জননী,
অপরূপ রূপ তাঁর।
বসিয়ে নিকটে
সমাদরে দুইজন কহিলেন মোরে,
"পরীক্ষিত! আজ উদ্ধার হবে তুমি
দেব কৃপা বলে;
পরলোক গত
পিতা পিতামহগণ তব,
যে অপূর্ব্ব লোকে তাঁরা আছেন সকলে,
অচিরে লভিবে তুমি সেই পুণ্যস্থল।
ব্রহ্মশাপে নাহি ভয় আর,
মুক্তি মার্গ পাইবে সত্বর।
আকুলিত ধর্ম্মরাজ
তোমার বিরহে,
অবিলম্বে হইবে সাক্ষাৎ
তাঁর সনে তব।
চিন্তা ত্যাগ কর মহামতি"!
সহসা স্বর্গীয়ালোক
জ্বলিল ভবনে,
নিদ্রা দেবী ছাড়িলেন মোরে।
দেখিলাম নয়ন মেলিয়ে,

অন্ধকারময় গৃহ ;
নাহি সে স্বর্গীয়ালোক,
নাহি দেব দেবী।
হেরিয়াছি সুখ স্বপ্ন,
মায়া ঘোর ভেঙ্গেছে আমার।
মর-ধামে মহা ক্লেশ
না ভুঞ্জিব সতি !
তাই বলি
আদরিনি, প্রফুল্ল আননি !
ছাড় মোর আশা তুমি,
তক্ষক দংশনে মম নাহি অব্যাহতি।
স্বর্গ চূড়া সম পুত্র, হের জন্মেজয়,
থাকিল তোমার প্রিয়ে।
পাণ্ডুকুলে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখি পুত্রবরে
সুখে আমি ইহ লোক ছাড়িব সত্বর।

রাণী। মহা শেল সম কথা
না বলিও আর,
মহাজ্ঞানী স্বামী তুমি।
সতীর সম্মুখে যদি
পরিহাসচ্ছলে কহে মৃত্যু কথা পতি,
যে আঘাত পায় বামা,
নহে বুঝে অন্য জনে,
এক মাত্র জানে সেই,
পতির চরণ পদ্ম,
যাহার হৃদয়ে অহরহঃ সুবিরাজে।
স্বপ্ন কভু সত্য নহে,

অলীক আশঙ্কা কেন কর প্রাণনাথ?

পরী। প্রত্যক্ষ হইবে স্বপ্ন
কাল প্রাতঃকালে ;
দেখ' দেখ' গুণবতি !

রাণী। নহে কভু সত্য উহা,
কল্পনার জলন্ত প্রমাণ।
(স্বগত) হা মধুসূদন !
রক্ষা কর রক্ষাময় !
স্বপ্ন কথা করহ অলীক,
দুঃখিনী রমণী কথা
রাখ রাখ দীননাথ !

পরী। যাও প্রিয়ে !
কর বিষ্ণু পূজা মম তরে।

রাণী। প্রসন্ন হউন নারায়ণ,
করিব তাঁহার পূজা।
পূজ্য তিনি পাণ্ডব, বধূর
ত্রিলোকের পূজ্য
তাঁর শ্রীচরণ দুটি।

(জন্মেজয়কে লইয়া প্রস্থান)

পরী। পূর্ণ কর মনোরথ,
পূর্ণ মূর্ত্তি দেব !
দেব ইচ্ছা হউক সফল,
দেব শ্রেষ্ঠ অনুকূল মোর।
মহা ভয়ঙ্কর গৃহ,
ছিদ্র শূন্য এ ভবন ;
সমীরণ না আসে হেথায়

কৌশলে আসিবে নাগ
বিধির ইচ্ছায়।
মধু গর্ব্ব খর্ব্বকারী সর্ব্বসিদ্ধি দায়ক,
চরণাব্জে অব্জ খণ্ড কুব্জা মনোরঞ্জক।
মধু কুঞ্জে ভৃঙ্গে সুখ গুঞ্জ মালা শোভিত,
রাধা সঙ্গে রাশরঙ্গে গোপাঙ্গনা মোহিত।
কন্দর্প দর্প খর্ব্বকারী কালি সর্প দমিত,
কংস বংশ ধ্বংশ কারী দেব অংশ পূজিত।
হৃদি পদ্মে সদ্যোজাত পদ্ম রাগ শোভিত,
পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জ হারে কটি ধটি বেষ্টিত।
মধ্য অঙ্গ রাগ রঙ্গ পীত বাস লম্বিত,
নাভি পদ্মে পদ্ম তাহে পদ্মোযোনি সৃজিত।
বক্ষ শোভে সেকস্তুভে বনমালা দুলিত,
মুক্ত মালে যুক্তগলে ভক্ত মনো মোহিত।
অধরোষ্ঠ পুষ্ট তাহে বিম্বফল লাঞ্ছিত;
মুক্তা বিথি কুন্দপাতি দন্তপাতি ভাসিত।
নেত্র পুটে চিত্র শোভা, মৃগমদ কুণ্ঠিত,
ভুরু যুগ্ম হেরি খিন্ন কামধনু তাপিত।
দুষ্ট গণ্ডে খণ্ডরূপ অলকাদি রঞ্জিত,
ভালে দিপ্ত লিপ্ত শশী ষোলকলা পূর্ণিত।
পাদপদ্ম হৃদি পদ্মে বিধি ইন্দ্র যাচিত,
রক্ষ পদে, এ বিপদে করি দয়া কিঞ্চিত।

দৈববাণী।

চিন্তা পরিহর রাজা,
চিরদিন আছি সখা আমি,
উদ্ধার করিব ত্বরা।

ভয় দূর কর মহারাজা!
মুক্তি পথ হের পরিষ্কার।

পরী। প্রসন্ন, প্রসন্ন দেব,
শুভ দিন সম্মুখে আমার;
পরিপূর্ণ মনোরথ মোর।

ষষ্ঠ-গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

একদিক হইতে দুই জন নাগরিক,
ও
অপর দিক্ হইতে দুই জন ঋষির
প্রবেশ।

প্র-না। (প্রথম ঋষির প্রতি)
মহাশয়,
প্রাতঃ প্রণাম।
তবে,
কোথায় গমন?

প্র-ঋ। রাজবাটী।

প্র-না। রাজবাটী?
কেন মশাই,
আর কিছু শাপ বাকি আছে কি রাজার?

প্র-ঋ। কেন বাপু!
সদাশয় ধর্ম্মশীল রাজা পরীক্ষিত,
অকারণে কেন মোরা শাপিব তাঁহায়?
প্র-না। আজ্ঞে,
আজ্ঞে আপনাদের যে দেখ্‌লে ভয় হয়;
রাজবাটী কি জন্য গমন?
দ্বি-ঋ। সে জিজ্ঞাসা তোমার নিষ্প্রয়োজন;
তুমি যে বাপু আচ্ছা লোক,
পরিহাস ভিন্ন নাহি কথা কও।
প্র-না। কিসে দেখ পরিহাস?
দ্বি-ঋ। পদে পদে বিদ্রুপ তরঙ্গ মুখে তব।
দুপুর বেলা প্রাতঃ প্রণাম!
এটা কি?
পরিহাস নয়?
দ্বি-না। পরিহাস ইহা?
কিবা ভয় তাতে,
পরিহাসের পাত্র হ'লে পরিহাস করে।
প্র-ঋ। কিসে মোরা বিদ্রূপের যোগ্য লোক তব?
অকারণ বিসম্বাদ এ বড় অন্যায়।
দ্বি-ঋ। যাবেন যমালয়।
দ্বি-না। তোমার কোপে কিবা ভয়?
নহে রাজা পরীক্ষিত আমি,
যেমন বলবে শুন্‌বে তেমনি কড়া;
হাঁট্‌কুড়ো লক্ষ্মী ছাড়া মোরা।
প্র-না। রাজা রাজড়ার কাছে
কেবল বুজরুকি খাটান,

রাক্ষস টাক্ষস দেখ্‌লে
অমনি উনত্রিশ হাত পালান।

দ্বি-না। নরম মাটী কিনা—
মহারাজ পরীক্ষিত,
নাম কল্লে হয় সুপ্রভাত,
তাঁরে কল্লেন অভিশাপ।

প্র-না। সে অভিশাপেত সব হবে!
ধর্ম্মের জয় চিরকাল;
মর্‌বেন ওঁরাই ছট্‌ফট্‌ করে।
সিদে পত্র পয়সা কড়ি
পে'তেন মাঝে মাঝে,
তার দফা ঘুচ্‌লো একবারে।

দ্বি-না। আর শোন নি?
মহারাজ হুকুম করেছেন জারি:—
বনে যত মুনি ঋষি আছে——

দ্বি-ঋ। কল্লে বাড়াবাড়ি।

প্র-ঋ। চল চল হেথা হতে যাই;
কি বিপদ পথ মাঝে।
আশীর্ব্বাদক মহারাজের
চিরকাল মোরা,
কি হবে বিতর্ক করে উহাদের সাথে;
অন্তজের কুটীল অন্তর।
হা শৃঙ্গি!
ঋষিকুলে খ্যাতি ভাল রাখিলে দুর্ম্মতি!

ঋষিদ্বয়ের প্রস্থান।

প্র না। মুনি ঋষি গুলো
নরমের বাব,
কড়ার কেঁচো।
দেখ্‌লে ত ভাই প্রমাণ তার?
দ্বি-না। অনেক দেখা আছে;
বেশ বলিছি, খুব হ'য়েছে,
চল চল।

উভয়ের প্রস্থান।

কতিপয় বিষবৈদ্যর প্রবেশ।

প্র-বি। তুই কি জানিস্?
দ্বি-বি। আমি জানি গাছের শেকড়।
প্র বি। দূর শালা বোকড়!
শেকড়ে কি বিষ ওলে?
দ্বি-বি। দেখিস্ আমার শেকড়ের গুণ।
প্র বি। না পাল্লে দেবে মুখে কালি চুন।
দ্বি-বি। তোরে মেরে কর্‌বো খুন।
প্র-বি। (সহাস্যে) বেটা যেন শীতলার বুন্।
দ্বি-বি। তুমি কি?
তুমি বুঝি মাথাল ঠাকুরের পিসে।
প্র-বি। আচ্ছা ভাই তুই কি জানিস্?
তৃ-বি। আমি জানি ধুলো পড়া,
জ্যান্ত করি আস্ত মড়া।
প্র-বি। এ ব্যাটার কথা যে বড় কড়া।
তৃ-বি। তুই কি বলিস্,

মন্ত্র আমার বড় চড়া।

প্র-বি। তুই কি ওষুধ জানিস্ ?

চ-বি। আমি জানি পাতালতা।

প্র-বি। তোমার গুষ্টির মাথা,
পাতালতায় বিষ নাবে ?

চ-বি। সভার মাঝে দেখা যাবে।

প্র-বি। ভাল ভাই তুই কি জানিস্ ?

চ-বি। আমি জানি চুম্বন।'

প্র-বি। দূর শালা ঘরামি জোন !
হলি তুই জাত' বুনো,
রাজার গায় খাবি চুমো ?
বেটা বলে কি ?
শূলে দেবে তোরে।

প্র-বি। তুই তখন ছাড়িয়ে আনিস্ মোরে।

চ-বি। পথে কাজ কি বিবাদ করে',
বিদ্যে বুদ্ধি জানা যাবে
একটু খানি পরে।
চল্ এখন যাই মোরা।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুরস্থ দেবালয়)

(রাজমহিষী বিষ্ণুপূজায় উপবিষ্টা)

(পূজা সমাপনানন্তর।)

(গীত)

মধুসূদন।

বিশ্বপালন, ব্রহ্মসনাতন,
হে করুণাময় হওহে সদয়
করুণা কর দান।
তব প্রসাদে, দীন বিপদে,
পদে পদে মুক্তি পায়।
পূজে যেই জন, ও রাঙ্গাচরণ
তায় দেও অমূল্য ধন।
নিবিড় কাননে, মিলি ঋষিগণে
গাইত গুণগান,
আছে জনশ্রুতি, হে কমলাপতি,
তাঁরা হতেন সিদ্ধ কাম;
ব্রাহ্মণের কোপে, অনিবার্য্য শাপে.
তক্ষকে দংশিবে স্বামী,

নাহি হয় যেন, এ বিপদ ঘটন,

কর তাঁরে রক্ষণ।

রাণী। সকরুণে ডাকি আমি

হে করুণাময়!

বিতর করুণা কুরুরাজে।

পাণ্ডুকুলবধূ সখা

তুমি চিরদিন,

রাখ তব সখীর মিনতি;

অবলা রমণী আমি,

নিদারুণ ব্রহ্মশাপ

ভাবিয়ে অন্তরে,

কাঁপিতেছি ত্রাসে সদা;

শূন্যময় দেখি দশদিক্,

মুহূর্ত্তের জন্য

ধৈর্য্য না ধরে হৃদয়।

নাশ' অমঙ্গল যত,

সুপ্রসন্ন হও রাজ্যেশ্বরী,

অধিনীর ক্ষম দোষ যত।

সপ্তদিন সমাগত,

হে অখিলপতি!

শুভদিন এই দিন কর তুমি মোর।

কোথা সহচরি!

পরিচারিকার প্রবেশ।

রাণী। তুলসীর দল তুলি,

আন সযতনে, থাকি অনশনে,

দিন ভোর্ পূজিব দেবেরে।

পরি। যথা আজ্ঞা,

রাজরাণি——

প্রস্থান।

রাজমহিষী পুনর্ব্বার পূজায় মগ্না।

অষ্টম-গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে রাজপথ।

কাশ্যপের প্রবেশ।

কাশ্যপ। যদি দীনে দীননাথ
দেন আজ দিন,
রক্ষিব রাজারে,
লভিব প্রচুর ধন;
দরিদ্রতা ঘুচিবে আমার।
উঃ—পর্য্যটন হ'য়েছে অধিক,
বসি এই তরুবর তলে;
ক্ষণকাল করি শ্রান্তি দূর।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)।

ব্রাহ্মণবেশে তক্ষকের প্রবেশ।

তক্ষক। একি!

কে এ দ্বিজ বৃক্ষমূলে?

অন্তর কাঁপিল কেন

দেখিয়ে ইহাঁয়?

কহ কে তুমি ব্রাহ্মণ?

অপরাহ্নকালে কোথা করিছ গমন?

ভিন্নদেশী ভাবে বোধ হয়!

কাশ্যপ। এই রাজ্যে বাস মম,

নহি অন্য দেশী;

কাশ্যপ আমার নাম,

রাজবাটী প্রয়োজন মোর।

তক্ষক। রাজবাটী প্রয়োজন!

অসময়ে ভূপ কাছে কিবা কাজ তব?

কাশ্যপ। শোন নাই তুমি?

তক্ষকে দংশিবে আজি

রাজা পরীক্ষিতে;

তাই যাই তথা।

বাঁচাইব নরনাথে,

মন্ত্রগুণে বিষ অগ্নি করিব নির্ব্বাণ।

তক্ষক। অসম্ভব কথা,

তক্ষক দংশন মন্ত্রবলে হয় নিবারণ?

প্রলাপ বচন!

কাশ্যপ। প্রলাপ বচন কিবা?

অবিশ্বাস যদি মনে

চল মোর সনে,

প্রত্যক্ষ করিবে মন্ত্র বল।

তক্ষক। অর্থ লোভি দ্বিজ,

কাণ্ডজ্ঞান নাহি তব কিছু ;

দরিদ্রতায় মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে তোমার।

জানিলাম স্থির,

এ সংসারে নাহি ধন যার,

বুদ্ধি বিবেক শূন্য সে,

দরিদ্রের অর্থ চিন্তা সার!

কাশ্যপ। দরিদ্রতা কি দেখ আমার ?

মন্ত্রতেজ দেখিবে সত্বরে।

তক্ষক। হাহা,

বাতুলেতে দরিদ্রেতে নাহিক প্রভেদ!

কাশ্যপ। আত্মগৌরব নীচ আচরণ।

তক্ষক। হের তব সম্মুখে শমন,

অসহ্য আলাপ তব না শুনিব আর ;

আমি সেই তক্ষক স্বয়ং!

কাশ্যপ। ভাল!

তুমিই তক্ষক ?

কি ক্ষতি আমার তায়।

দংশ রাজ্যেশ্বরে,

মন্ত্রবলে বিষ তব যাবে ছারেখার!

তক্ষক। ব্রাহ্মণ বলিয়ে মূঢ় পাইলে নিস্তার।

দেখি শিক্ষা কতদূর,

দংশি তরুবরে,

রক্ষাকর দুরাশয়!

কাশ্যপ। দংশ বৃক্ষমূল,

দেখ মম মন্ত্রের প্রভাব!

(তক্ষক কর্ত্তৃক বৃক্ষমূল দংশন
এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃক্ষ ভস্মাবশেষ)

তক্ষক। রক্ষা কর তরু,
বিষ অগ্নি কর নিরীক্ষণ!

কাশ্যপ। মন্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি
হেররে অধম।

(বৃক্ষের ভস্ম লইয়া মন্ত্র প্রয়োগ ও
মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃক্ষকে পূর্ব্ববৎ স্থাপিত
করণ)

তক্ষক। একি, একি!
একি শিক্ষা চমৎকার!
মহাশয়!
মানিলাম পরাজয়,
আজি হ'তে গুরু তুমি মোর।
ব্রহ্মবাক্য কর সিদ্ধ,
হে মন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মন্!
যাও ফিরি নিজ গৃহে
লও ধন মোর ঠাঁই।

কাশ্য। অসম্ভব কেন কহ মহাবিষধর!
শুদ্ধ ধন প্রার্থী নহি আমি,
রক্ষিয়ে রাজারে,
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি করিব স্থাপন।
মন্ত্র শিক্ষা সার্থক হইবে।

তক্ষ। ছাড় ছলা মহাত্মন্ !
রক্ষিলে রাজারে, যত ধন দিবে নরনাথ,
প্রদানিব দ্বিগুণ তাহার।
না কর বঞ্চনা আর।

(দৈববাণী।)

শুন শুন কাশ্যপ সুজন !
আমি বিষ্ণু,
আদেশ শুনহ মোর ;—
রক্ষিতে নারিবে তুমি
রাজার জীবন,
কাল পূর্ণ হ'য়েছে তাঁহার।
যাও ফিরি নিজালয়।
মরিবে হস্তিনারাজ
তক্ষক দংশনে।
বিধাতার বিধি ইহা,
কার সাধ্য করিবে লঙ্ঘন !

কাশ্যপ। ওহো, বুঝিলাম দেব রোষ,
পরীক্ষিত ভালে !
দৈব বিড়ম্বনা সব।
ব্রহ্মবাক্য হউক সফল,
পূর্ণ হ'ক দেবের বাসনা।
প্রত্যাগমন করিব ভবনে।
(ঊর্দ্ধমুখে)
অধম অবোধ দ্বিজ আমি,
ক্ষম দোষ দেবের প্রধান !
দেববাণী মানিলাম শিরে।

কই, এখন তক্ষক কিছু দিলে হয়।

তক্ষক। যাও ফিরি দ্বিজবর।

শুনিলে সকল।

লভহ প্রচুর ধন।

(কাশ্যপকে অর্থপ্রদান ও কাশ্যপের প্রস্থান)।

ঘুচিল আপদ।

শুন শুন নাগগণ!

তৃতীয় প্রহর দিবা

নেহার গগনে,

বিলম্বিতে নারি আর।

ফল লয়ে

করহ গমন সবে,

আশীর্ব্বাদ করি

ফল দিবে ভূপ হাতে;

কীট রূপে ফল মধ্যে প্রবেশিব আমি।

(নেপথ্যে) যথা আজ্ঞা নাগরাজ।

(তক্ষকের প্রস্থান)

বৃক্ষ হইতে জনৈক ব্রাহ্মণের অবতরণ।

ব্রাহ্মণ। ও বাবা,

আমাতে আর আমি নেই!

কি বিষ! কি বিষ!!

গাছটা একেবারে ছাই!

ভাগ্যিস্ এই ছিল কাশ্যপ মুনি,

তাই বেঁচে গেলাম ভাই।
মন্ত্র আবার বলিহারি যাই!
এঁটো করে গেছে সাপে,
নড়বো না আর তিন দিন ঘর থেকে!
আগে রাজারে খেয়ে
বেরিয়ে যাক্,
তখন যা হয় করা যাবে!
একটা কিন্তু ভাল হ'ল,
মস্ত ফাঁড়াটা কেটে গেল।

প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

সুস্ত গৃহ।

পরীক্ষিত, মন্ত্রী, বিষবৈদ্যগণ,
প্রজাগণ, ভদ্রগণ, মুনিগণ,
ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি।

পরী। সুমধুর ভাগবত কথিনু শ্রবণ
শুনিনু প্রচুর হরি গান;
কিন্তু তবু নহে তৃপ্তমন,
শুন সভাজন।

পুনঃ গাও হরিগুণ গান

সকলের সমস্বরে হরিসংকীর্ত্তন!

প্র-মুনি। চিন্তা নাই নরপতি,
হের দিবা অবসান;
ব্রহ্ম বাক্য হইল নিষ্ফল!

দ্বি-মুনি। চা'র যুগে জানে জনে জনে,
অধর্ম্মের কভু নহি জয়।
ঋষি কুলাঙ্গার শৃঙ্গী,
তার শাপ অসত্য নিশ্চয়।

প্র-প্রজা। সুধার্ম্মিক প্রজাবান
তুমি রাজ্যেশ্বর;
ছার নাগে কি করিবে তব?

প্র-ভদ্র। আসুক তক্ষক,
কিবা ভয় তারে?
মহা মহা বিষ বৈদ্য
বিরাজে এখানে।
মহা বিষহর এঁরা,
মন্ত্রৌষধে সুনিপুণ সদা।
হত দর্প হইবে তক্ষক।

দ্বি-ভদ্র। পাণ্ডব গৌরব তুমি
রাজা পরীক্ষিত,
ভাগ্যবান, পুণ্যবান কীর্ত্তিবান ভূপ,
সর্পাঘাৎ হইলে তোমার
মুহূর্ত্তেকে ধরাতল যাবে রসাতলে।
ত্যজ চিন্তা মহীপতি,
দেবকুল

চিরদিন অনুকূল তব।

দ্বি-ব্রাহ্ম। কিবা ভয় শাপে?

কিবা ভয় নাগে?

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ

অন্যথা কে করে?

প্র-বিষ। দংশে যদি ধূর্ত্ত নাগ

তক্ষক আসিয়ে,

মন্ত্র বলে নাগ বংশ হইবে নির্ম্মূল,

জগতের বিষ-ভয় হবে বিদূরিত।

মন্ত্রী। মহারাজ!

একদণ্ড বেলা মাত্র বিরাজে গগণে,

নাহি আর শঙ্কার কারণ কোন।

হাসিছে প্রকৃতি সতী,

সুপ্রসন্ন দিকচয়,

অবসান হইল বিষাদ,

যুগান্তর হ'য়ে যেন

আইল নবযুগ।

পূর্ব্বের মাধুরী

আর স্বভাবের শোভা,

হের হের নরেশ্বর!

পত্নী। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে,

মহামায়ার মোহিনী মায়ায়,

সমাচ্ছন্ন হয়েছ সকলে।

তাই ভাব

ব্রহ্মশাপ হইল অন্যথা।

নিয়তির অবসান

তক্ষক দংশনে,
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে;
শাপ পূর্ণ হইবে এখনি।
শুন মন্ত্রিবর!
অন্তিম কাহিনী মোর
শুন মন দিয়ে;—
শিশু সুত জন্মেজয় মম
দানিলাম তব করে।
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সমাজ নিয়ম,
নাহি কিছু অগোচর তব।
বয়োপ্রাপ্ত হইলে কুমার,
দিবে শিক্ষা সমুদয়।
সুধার্ম্মিক বিজ্ঞতম
মন্ত্রিবর তুমি,
বলিবার কিছু নাহি মোর;
অমাত্য কর্ত্তব্য কার্য্য
করিও ধীমান।
কই নাগরাজ!
পূর্ণ কর ব্রহ্মশাপ,
দেব বাঞ্ছা করহ পূরণ।

(ভূতল হইতে একটী ফল গ্রহণ)

হের হের সভাস্থ সকলে,
কীটরূপী আপনি তক্ষক
ফল ভেদি বাহিরিল
বধিতে আমায়!

(কীট প্রদর্শন)

মন্ত্রী। কেন ভ্রম মহীপতি !
নহে নাগ উহা ;
এক এক ফল
কীট জাতির নিবাসের স্থান।

পরী। ভাল, বুঝিব সকল,
রাখি কীট্ গ্রীবার উপরে।
দিনকর অস্তমিত প্রায়,
পরীক্ষিব ব্রাহ্মণ বচন !

গ্রীবা দেশে কীট সংস্থাপন)

কীটরূপী তক্ষক সহসা সর্পরূপ পরিগ্রহ
করতঃ রাজার গ্রীবাদেশে বেষ্টন
পূর্ব্বক দংশন ও ভয়ঙ্কর তর্জ্জন
গর্জ্জন।

পরী। ওহো বিষম দংশন,
যায় প্রাণ—

(পতন)

সকলে। একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
বিষ অগ্নি জ্বলে চারিদিকে ;
পালাও পালাও সবে।
রক্ষা কর নাগ রাজ !
উঃ—নাপারি লক্ষিতে পথ।
বিষপূর্ণ মহীতল——

(মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মন্ত্রী। নারিনু তিষ্ঠিতে আর,
একি হেরি বিষের প্রভাব—
সংগৃহীত ঔষধ সকল,
মুহূর্ত্তেকে বিষাগ্নিতে
হ'লো ভস্ম রাশি!
ক্ষম মহারাজ,
এ দশা দেখিতে নারি তব!

(প্রস্থান)

(রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক
তক্ষকের অন্তর্ধান)

পরী। আঃ! সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল পাপের,
পরিতাপ হইল নির্ব্বাণ,
পূর্ণ হ'ল মনোরথ।
কই মন্ত্রিবর!
আসন্ন সময়ে কোথা পালালে ত্যজিয়ে!
এস এস ত্বরা;
রাজ্য ভার করহ গ্রহণ।
কোথা প্রিয়ে হৃদিবিলাসিনী,
হৃদয়ের ধন পুত্রে আন একবার;
চন্দ্রমুখ চুম্বিব সাদরে;
শেষ দেখা কর প্রাণাধিকে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল মোর!
পূজিতেছ এক মনে,
পূর্ণমূর্ত্তি দেবে,
মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হ'য়েছে পতির তব।

নাহি দিও দেবে দোষ।
শান্তি, শান্তি সর্ব্বস্থানে,
কই শান্তিময় মৃত্যুকালে ?
কই পূর্ণমূর্ত্তি দেব ?
কোথায় পাণ্ডব সখা ?
দেখা দেহ আসি,
পূর্ণরূপে নয়নাগ্রে হও অধিষ্ঠান।
নাহিক সময় আর,
জড়িত রসনা মম,
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল নয়ন,
আসন্ন সময় প্রভু হ'য়েছে আগত।
অদর্শন হ'ওনা কেশব!
সুপ্রসন্ন হও পাপী প্রতি,
ক্ষম মম দোষ যত।
চিরকাল আশা আছে মনে,
হেরিব নয়ন ভরি অচিন্ত্য মূরতি,
সফল হইবে জন্ম,
ফাঁকি দিব দণ্ডধরে,
পাণ্ডবগণের সনে থাকিব সতত।

(অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে অলৌকিক জ্যোতিঃ প্রকাশ)

আনন্দিত হও মন।
মনোহর বিষ্ণু জ্যোতিঃ!
প্রফুল্ল অন্তর মম।
না না,
পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে বাসনা।

না কর বঞ্চিত দেব!
দেখাও দেখাও রূপ,
বিশ্বরূপ ভগবান্!
প্রবল বাসনা বড়,
আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ কর ইচ্ছাময়!

(দৈববাণী)

ধন্য ধন্য পরীক্ষিত!
অতুলন ভক্তি ডোরে বেঁধেছ আমারে।
সফল করহ বাঞ্ছা,
হের পূর্ণরূপ।

(শূন্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব)

পরী। (ঊর্দ্ধ মুখে)
ধন্য দেব অপার মহিমা!
জনমের শুভ দিন আজ;
জয় জয় অচিন্ত্য স্বরূপ!
জন্মেজয়ে দেখ' দীননাথ!
কোথা পিতঃ অন্তিম সময়ে!
কই ধর্ম্মরাজ!
নারায়ণ সম্মুখে আমার!
জয় বিষ্ণু—

(প্রাণত্যাগ)

(পরীক্ষিতের মৃত শরীর হইতে অদ্ভুত তেজ বিনির্গত হইয়া ঊর্দ্ধে বিষ্ণুচরণে লীন হওন ও বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান)

(মহিষীর প্রবেশ)

মহিষী। কই নাথ!
একি একি!
শূন্য বাণী হইল সফল?
সত্য সত্য হইনু বঞ্চিত?
সত্য হস্তিনায় চূড়া পড়িল খসিয়া?
সত্য পতি সেবা মোর হ'ল উদযাপন?
না, না, ভুল কথা।
ইহলোকে পতি সেবা ফুরাইল বটে,
কিবা ক্ষতি তায়?
যাব নাথ সনে পরলোকে,
সেবিব সেখানে তাঁরে।
পতি সেবা চিরদিন ক'রে থাকে সতী,
সতীরে ছাড়িতে পতি নারে কদাচন;
সার কথা জানি চিরদিন।
কোথা মা উত্তরা সতী!
পতি ভক্তি শিখাও আমারে,
সতীকুলের আদর্শ মা তুমি!
যবে সপ্ত মহারথী করি কুমন্ত্রণা,
স্বীয় ধর্ম্ম নাশিয়ে সমূলে,
অন্যায় সমরে বধিল শ্বশুরে;
কেঁদেছিলে মা জননী, স্বামী লয়ে কোলে।
স্বামীর সঙ্গিনী হ'বে বলে,
উদ্যত হইয়েছিলে
বিসর্জ্জন করিতে জীবন!
শোন নাই বারণ কাহারও।

শেষে বিষ্ণু উপদেশে,
কুমার ভাবিয়ে গর্ভে,
সুখ শান্তি পতি পদে করি সমর্পণ,
রাখিলে জীবন সতী!
পরে সময় হইলে আগত,
প্রসবিলে পুত্ররত্নে।
ধাত্রীকরে অর্পিয়ে নন্দনে,
সংসারের সুখরাশি দিয়ে জলাঞ্জলি,
পতিলোকে করিলে গমন;
সতীত্বের পরিচয় পাইল জগত।
আজ মাগো আমারও সেই দিন,
হারায়েছি স্বামী রত্ন;
সুখ শূন্য হ'য়েছে সংসার,
পরমায়ু হ'য়েছে নিঃশেষ;
মহামায়া ছাড়িয়াছে মোরে,
মহীতল ছাড়িব এখনি;
প্রতিবন্ধক নাহি কিছু মোর।
দেও দেও শিক্ষা মোরে,
নহে কলঙ্ক রটিবে নামে তব।
বলিবে সকলে;—
"উত্তরার বধূ, হের আচরণ তার,
পতি ছাড়ি ধরাতলে আছে অভাগিনী।"
না না,
বলিতে দিবনা কারও
সেইপাপ বাণী,
স্বামীসঙ্গ লভিব এখনি।

(পরীক্ষিতের চরণ ধারণ
পূর্ব্বক)

নাথ! চিরদিন সঙ্গিনী তোমার;
অর্দ্ধাঙ্গ রাখিয়ে
কেন চলিলে প্রাণেশ?
বিষম যাতনা নাথ!
পেয়েছ ক'দিনে,
বড় ক্ষোভ তায় মোর;
সেবিতে পাইনি একদিন।
চল চল,
শ্রীচরণ করিব সেবন,
দুঃখ দূর হইবে সমূলে;
চিরানন্দে রব দুই জন।
ডাক,
শীঘ্র ডাক মোরে,
দেখিতে না পারি আর
এ অবস্থা তব।

(দুইজন প্রজার সহিত মন্ত্রীর
প্রবেশ)

মন্ত্রী। হায়!
হস্তিনার সুখ সূর্য্য হ'ল অস্তমিত,
পাণ্ডব গৌরব দগ্ধ হ'ল এতদিনে।
কোথা গেলে নরনাথ!
কি দোষে ত্যজিলে পদাশ্রিতে?
কারে দিলে রাজ্য ভার;
কার কাছে রাখিলে তনয়ে?

মহিষী। মন্ত্রিরাজ!
শীঘ্র জ্বাল' অগ্নি কুণ্ড,
এখনি ছাড়িব প্রাণ
অনলে পশিয়ে।
হতেছে বিলম্ব বড়,
কর চিতা আয়োজন।
মন্ত্রী। একি, কহ মহাদেবি!
শিশু পুত্র জন্মেজয়ে তব,
কার কাছে রাখিব জননী?
স্থির হও হস্তিনা ঈশ্বরী।
যা ছিল ধাতার মনে,
হ'ল সম্পাদিত।
মহিষী। না, না, মন্ত্রি!
শীঘ্র কর চিতা আয়োজন;
জন্মেজয়ে পালিও যতনে।
প্র-প্র। শান্ত হও মা জননী!
বিধি ইচ্ছা হইল পূরণ;
দৈব বিড়ম্বনা সব।
পদানত পুত্র মোরা তব,
কি বলিয়ে ত্যজিবে জননী?
ছাড়িলেন পিতা,
মা যদি ছাড়েন আজি,
মরিব সকলে!
মন্ত্রী। রোদন সম্বর মাতঃ!
প্রভু শোকে আকুল পরাণ,
হেরিলে রোদন তব

নাহি থাকে দেহেতে জীবন ;
শূন্যময় দেখি দশদিক,
কর্ত্তব্য কি না পাই ভাবিয়া।
শুন প্রজাগণ!
সংবাদ করহ সবে।
সৎকারের কর আয়োজন,
গঙ্গাতীর আজ স্বর্গপুরী!
হা, দেব দোষে,
এই মনস্তাপ!
অন্ধকার অন্তরে সতত,
রাজ্যময় অন্ধকার,
অন্ধকারে পরিপূর্ণ ধরা!

(পরীক্ষিতের মৃতদেহ লইয়া মন্ত্রী ও প্রজা-দ্বয়ের প্রস্থান)

পরি। চল মাগো!
মহিষী। আর যাব কোথা? প্রাণেশের হব সাথি——

(কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার সহিত প্রস্থান)

দশম গর্ভাঙ্ক।

ভাগীরথী তীরে শ্মশান ভূমি।

প্রজ্জ্বলিত চিতায় পরীক্ষিতের মৃতদেহ দগ্ধীভূত
হইতেছে, মন্ত্রী ও প্রজাগণ দণ্ডায়মান;
শূন্যে স্ব স্ব বাহনে ইন্দ্রাদি তেত্রিশ
কোটী দেবতাগণ ও স্ববর্ণাসনে
স্বর্গীয় শরীরধারী পঞ্চ-
পাণ্ডব ও অভিমন্যু।

প্র-প্র। ধন্য তুমি কুরুকুলে কীর্ত্তিমান্ রাজা,
গুণ গান করে তিন লোক।
পুষ্প বৃষ্টি চিতার উপরে!
কোন্ পাপে, ওরেরে নির্দ্দয় বিধি,
সর্পাঘাত রাজ শিরে।
হায়, হায়,
কোন্ পাপ দেখে,
গ্রাসিল করাল কাল
রাজারে আসিয়ে!
স্থির কথা,
জিত ক্রোধ নর মধ্যে নাহি একজন,
নহে,
কোন্ লাজে, কোন্ অপরাধে,

মর্ম্মভেদী অভিশাপ,
রাজার ললাটে প্রদানিল মূঢ় শৃঙ্গী !
আরও যোগী তারা,
ক্ষমাই সর্ব্বস্ব ধন তাদের ;
তবু দুরাশয় না ক্ষমিল মহারাজে,
বিস্তারিল ক্রূর ক্রোধ অবিচার্য্য ভাবে।
ধিক্ ধিক্ ঋষিকুলে।
উঠ উঠ প্রজানাথ !
দীন প্রজাগণ তব কাঁদে হাহা রবে,
বারেক সন্তাস পুত্র সবে ;
যুড়াক শ্রবণ, শুনি সেই অপূর্ব্ব বচন।
বহু ঋণে ঋণী মোরা তোমার সদনে।
কি আছে এই অসার জগতে,
তব ঋণ শুধি বিধিমতে।
অকৃতজ্ঞ কুসন্তান মোরা,
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন ও রাজীব পদে,
তব দয়ার প্রতিদান এই।
মন্ত্রিবর !
শ্মশান সমান রাজ্য পরীক্ষিত বিনে ;
আর না ফিরিব পাপপুরী।
শূন্য রাজ্যে, পাপ রাজ্যে
নাহি প্রয়োজন।
পুড়ি চিতানলে
নিবারি নিবারি এই নিদারুণ শোক।

দ্বি-প্র। যা কহিলে, সত্য সখা !
জীবনেতে নাহি প্রয়োজন।

জ্বলে প্রাণ শোকানলে,
ঝাঁপ দিই চিতানলে সবে!

মন্ত্রী। সুধার্ম্মিক প্রজাগণ,
অনুপম রাজ ভক্ত সবে।
তোমাদের ভক্তি গুণ
গাবে সমীরণ যুগে যুগে।
লোকালয়ে মরুভূমে প্রান্তরে কাননে,
নদী বক্ষে শূন্যপথে সকল স্থানেতে,
সজোরেতে সমীরণ গাবে ভক্তি গুণ।
নাগ লোকে, নরলোকে, দেবলোক আদি,
সর্ব্বলোকে শন শন রবে;
অতুলন ভক্তি গুণ গাবে সমীরণ।
স্থির হও সবে,
মরণেচ্ছা ত্যজ বিধিমতে।
হায়!
কোন্ উপদেশ আছে
অসার অন্তরে মোর,
প্রদানিব এ মহা সময়ে?
ওহো পারে কিরে কভু,
চক্ষুহীন চক্ষুহীনে দেখাইতে পথ?
মহাশোকে আচ্ছন্ন হৃদয়,
বিহীন বিবেক,
কেমনে বুঝাব আমি প্রকৃতি সকলে!
হে মধুসূদন!
রক্ষা কর দীন প্রজা সবে।
হে ধীমান্ প্রকৃতি সকল;

সত্য বটে প্রভু শোকে বিতাড়িত প্রাণ,—
সত্য রাজ্য হইল অনাথ,—
সত্য পাপ ঘেরিল সংসারে,—
সত্য শোক অনিবার্য বটে ;
কিন্তু তবু বুঝ মনে,
"অনিত্য সংসার স্থল"।
শোক, হর্ষ, তেজ, দম্ভ, সুখ, দুঃখ আদি
বৃথা এই ক্ষেত্রে সব।
কে কার ? কিছুই না।
ইন্দ্রজালে আবদ্ধ জগৎ,
পরিবর্ত্তন পলে পলে।
অকারণ মোহ, শুদ্ধ মায়ার কুহক।
দাও ক্ষোভ তাড়াইয়ে
ধর ধৈর্য্য মনে,
কর কার্য্য, কার্য্যাধীন জীব।
হও কর্ত্তব্যের অনুগত,
আসিয়াছ যাহা লাগি এভব সংসারে।
কেন মিছে অভিভূত মোহে ?
স্মর প্রাচীন কাহিনী,
'মরিলে না ফিরে একজন'।
ভাবি এই স্থির বাক্য
শান্ত কর চিত।

প্র-প্রজা। কৌরবের কুলে যোগ্য মন্ত্রী তুমি
উপদেশ অটুট তোমার।
জানি সব ;
কিন্তু তবু জ্ঞান হত শোকে।

যাই মোরা,
রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর বিধিমতে,
দেখিতে পারি না আর নিদারুণ চিতা!

(মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মন্ত্রী। বুঝাইনু প্রজাগণে,
কিন্তু মন ত বুঝে না মম।
হায়, নরনাথ!
সর্ব্বগুণাকর তুমি,
তিনলোক গুণে বাঁধা তব,
আমি দুরাচার
কোন্ গুণ ভুলিব তোমার।
পাষাণে কঠিন হিয়ে নির্ম্মিত আমার,
তাই আছে,
ছার প্রাণ এখনও সজীব
ভুলি তব অকপট মায়া,
এখনও জীবনে সাধ?
এখনও মহীর সুখে আছি অচেতন?
হে বাসনে!
যুক্ত-করে এ মিনতি মোর,
ছাড় ছাড় সংসার সম্ভোগ।
চল সেই পথে,
যে পথেতে পুনর্মিলন পরীক্ষিত সনে
হবেরে আবার ত্বরা।
একি শুনি?
মহারাজ্ঞী কণ্ঠস্বর?
না, না, হ'ক ভ্রম মোর।

হে বিধাতঃ!

রক্ষা কর হৃদিকম্প হতে।

মলিনবেশে পুত্রকোলে কাঁদিতে কাঁদিতে

মহিষীর প্রবেশ।

মহিষী। মন্ত্রি!

দেববাক্য নারিনু রক্ষিতে;

ধর জন্মেজয়ে,

ঝাঁপ দিব চিতানলে।

দেবগণ!

ক্ষমিও অধিনীদোষ।

(চিতার দিকে অগ্রসর)

মন্ত্রী। (সম্মুখ অবরোধ পূর্ব্বক)

জগৎ! একি কাণ্ড তব?

স্থির হও দেবি!

হায় মাতঃ!

রাজরাণী রাজমাতা তুমি;

একাকিনী উন্মাদিনী ভাবে

রাজপথে, ভীষণ শ্মশানে—

মহিষী। অবোধ সচিব!

কিবা ভয় ভীষণ শ্মশানে?

অন্তরে শ্মশান বাঁধা মম;

বিশেষতঃ পতি মোর

পড়ি এ শ্মশানে।

পতিস্থানে আমি,

পতিপাশে আমি,

পতি পাদপদ্মে আমি।
কোথা মোর ভয় ?
সাহসের স্থল মোর এই ;
ভয়শূন্য সর্ব্বদা এখানে।
ছিনু বরং ভয়ানক স্থানে !
পতি অদর্শন স্থানে !
পতির পরিত্যাজ্য স্থানে।
মহাভয় পাইনু সেখানে।
সত্য মন্ত্রি !
মহাত্রাস এখনও হতেছে মনে,
ঐ এখনও নয়নদ্বারে মম ;
কে যেনরে কৃষ্ণকায়,
ভীষণ পুরুষ,
করি দন্ত কড়মড়ি ঘোর আস্ফালনে,—
কহিল আমারে ;—
"তোর মত অসতী কৌরবের কুলে,
কখন দেখিনি আমি।
পতি ছাড়ি পাপপুরে আছরে পাপিনি !
এখনি পাইবে শিক্ষা ;
অসতী তুই।
ছিছি সতীর সমাজ,
কি কহিবে তোরে হেরি এই অত্যাচার !
পাণ্ডুবংশে অসতী অসহ্য অতিশয়"।
হে মন্ত্রি !
এখনও সেই কঠোর ভৎর্সনা
র'য়েছে কঠিন হিয়ে বিঁধি।

পালিও যতনে
অভাগা নন্দনে মম।
বড় জ্বালা,
মন্ত্রিরে! বড় জ্বালা পশেছে মরমে।
ধর্ম্মশীল প্রাণপতি মোর,
কিন্তু আমিরে পাপিনী বড়;
শুদ্ধ মোর পাপে
অকালে ভুজঙ্গ গ্রাসে প্রাণেশ পতন।
বিদরিয়ে দেখ বুক মোর,
বড় জ্বালা, বড় ক্ষোভ, বড় তাপ,
র'য়েছে সেখানে;
দুর্ব্বল রমণী প্রাণে সহে কি রে এত?
সতী আমি
কহ হে সচিবশ্রেষ্ঠ!
সতী আমি,
কিসে ভুলি হেন পতিশোক?
দারুণ দারুণ আঘাত রে;—
ছাড় পথ;
দাঁড়াও প্রাণেশ!

মন্ত্রী। মা জননি!
জ্ঞানহীন পুত্র আমি তোর,
শোক মোহে প্রকৃতি হ'য়েছে জড়।
কি আর বুঝাব,
সর্ব্বজ্ঞান তোমাতে আশ্রয়।
বিচারিয়ে দেখ মাতঃ মনে,
মায়ায় আচ্ছন্ন ধরা;

মহীতল শুধু মায়াময়!

মহিষী। সত্য মন্ত্রি, মায়াময় মহীতল,
ত্রিজগৎ মায়ায় ব্যাপৃত ;
সর্ব্বজীব অধীন মায়ায়,
সর্ব্বস্থানে মায়ার রাজত্ব।
কিন্তু এই স্থানে নয়,
শ্মশানেতে নয়,
পরাজয় মহামায়া শ্মশানের ঠাঁই!
কভু না প্রবেশে মায়া পবিত্র শ্মশানে।
তাই আমি আজিরে এখানে ;
তাই আমি মায়া শূন্য বিকট শ্মশানে।
মায়াময় মন প্রাণ,
বড় আধিপত্য মায়া করিছে অন্তরে মম,
তাই আমি আজিরে এখানে ;
লাঘব করিব মায়া,
জন্মেজয়ের মায়া আমি ভুলিব আজিরে।
হা বৎস, হা প্রাণের কুমার!
পিতা মাতা হীন হ'লে এ কিশোর কালে।
আশীর্ব্বাদ করি হও দীর্ঘজীবি,
রোগশূন্য হ'ক কলেবর,
বাড় দিন দিন,
যশঃ ধর্ম্ম করহ বিস্তার
স্মরি তব পূর্ব্বপুরুষগণ।
বড় রে তাপিনী মাতা তোর।
বৎস!
রেখ মনে কথা,

রেখ মনে আজ্ঞা মম,
পালিও জননীবাণী যতন করিয়ে,
হ'লে সময় উপনীত।
রেখ মনে ;—
অকারণে দুরন্ত তক্ষক দংশিল
ধার্ম্মিক পিতারে তব।
রেখ মনে,
ক্রূর তক্ষক আচরণে ;
আমি রে জননী তোর,
দেখে নাই দিবাকর যারে একদিন,
সেই মাতা তব,
একাকিনী, অনাথিনী উন্মাদিনী ভাবে
রাজপথে,
পরিশেষে এ মহা শ্মশানে !
রেখ মনে,
শুদ্ধ তার দাপে
তুমিরে অনাথ আজি।
হাহাকার রাজ্যময়,
বৃদ্ধ মন্ত্রী আছাড়ে প্রভুশোকে !
যদি কভু পাও দিন,
দিও দিও প্রতিশোধ।
দেবগণ হও অনুকূল,
পরিষ্কার কর পতিলোক।
(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি)
হাঁ৷ একি রে !
হের হে সচিব !

বিমানে বিরাজে দেবগণ !

মন্ত্রী। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ)
কই দেখি ?
দেখিতে নারিনু কিছু।
হায় মাতঃ !
পাপী আমি, অন্ধ আমি,
দেবদর্শন হলো না কপালে।

মহিষী। দেবগণ !
সুপ্রসন্ন হও সবে ;
সাধি সতীকার্য্য
পশিয়ে চিতা অনলে।

(শূন্য হইতে)

ধন্য রাণী জগৎ মাঝারে,
সতীর আদর্শ ভবে তুমি ;
অন্তে পাবে পতিলোক।
হের ঐ মহাত্মা ছ জনে,
পঞ্চপাণ্ডব আর পরীক্ষিত পিতা উনি।
পতিপুণ্যে তব,
আগমন হেথা সকলের।
পতির জীবাত্মা তব বিরাজে এখানে ;
হ'ক দেহ ভস্মীভূত,
পুনঃ এক অপূর্ব্ব শরীর আশ্রয়
করিবে আত্মা।

মহিষী। ধন্য পতি মম,
ধন্য আমি মহিষী তাঁহার।
মিশিবে সতীর আত্মা

পতি আত্মা সনে।
মন্ত্রি!
দেখ জন্মেজয়ে।

(উন্মাদিনী ভাবে চিতায় পতন)

মন্ত্রী। একি, একি আশ্চর্য্য ঘটন!
দিব্য চক্ষে জগৎ কর নিরীক্ষণ,
শ্রেষ্ঠ সতী কৌরবের কুলে।
জয় সতী!
লভ শিক্ষা ত্রিলোকের নারী।
সফল হইবে জন্ম,
সতী সৎকার করি বিধিমতে।
হে অনল সর্ব্বগ্রাসী তুমি,
রাখ দম্পতীর অস্থি এক তিল;
প্রদানিব জাহ্নবী সলিলে,
পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ
হবে হে সাধিত।
ওহো!
দেখিতে দেখিতে ভস্ম দম্পতীর দেহ।
নাই, সতী চিতা
করিগে নির্ব্বাণ,
অন্তিমে নির্ব্বাণপদ পাইব নিশ্চয়।

(চিতা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক দুই খণ্ড
অস্থি গ্রহণ করতঃ)

অয়ি গঙ্গে! গতি প্রদায়িনি!

ধর অস্থি,

দান'গতি দম্পতিদ্বয়েরে।

গঙ্গাজলে অস্থি প্রদানকালে সহসা
গঙ্গাগর্ভ হইতে মকরবাহিনী
গঙ্গার উত্থান এবং
নিক্ষিপ্ত অস্থি গ্রহণ
পূর্ব্বক।

গঙ্গা। ধন্য পরীক্ষিত,

ধন্য পত্নী ভবে তার,

সতী অস্থি কণ্ঠমালা মম।

মন্ত্রী। একি রে প্রভাত আজি মোর!

মূর্ত্তিমতী গঙ্গা—

(অতিশয় বিস্মিত হইয়া অতীব
ভক্তি সহকারে স্তুতি।)

জয়, মকর বাহিনী, পতিত পাবনী,
দয়াময়ী;

জয়, সরস্বতী সঙ্গিনী, যমুনা ভগিনী,
জলময়ী।

জয়, রসাতল গামিনী, দেবী মন্দাকিনী,
ঐরাবত দমনী;

জয়, হরি পদ বিহারিণী, কমণ্ডলু বাসিনী,
নারায়ণী।

জয়, ভোগবতী ভামিনী, ভবশিরো ভ্রমিনী,
হে ভবানী;

জয়, দেবী অলকানন্দ, ভক্তজনে আনন্দ,

বিবর্দ্ধিনী।

জয়, জহ্নু জঠর তলে, আনন্দ কুতূহলে,

বিরাজিনী;

জয়, সগর সন্তানে, অপূর্ব্ব গতি দানে,

উদ্ধারিণী।

জয়, ত্রিলোক বন্দিনী, সুরলোক রক্ষিণী,

সুরধুনী;

জয়, পাতকী কামনা, শরণ্য বাসনা,

সিদ্ধ কারিণী।

মাতঃ! আমি অভাজন, বিহীন সাধন

পাপী অতি;

তার মোরে তারিণী, ভগীরথ ভাবিনী

হে ভাগিরথী!

(শূন্য হইতে)

জয় দেবী, অপার করুণা।

(মুহুর্মুহুঃ পুষ্পবৃষ্টি)

সহসা জল মধ্য হইতে অন্যান্য
জলদেবীগণের উত্থান
ও গীত।

মায়ের প্রাণে অপার করুণা
উথলে সদা ভকতেরি তরিতে।
যে জন ডাকে কাতর অন্তরে,
অমনি মাগো কৃপা করে তারে,

অবোধ অজ্ঞানে, পরম জ্ঞানদানে,
তোম তারা জানে ত্রিলোকেতে ॥

(দেবগণ প্রভৃতির অন্তর্ধান।
গঙ্গা ও জলদেবীগণের
জল মধ্যে প্রবেশ)

মন্ত্রী। শূন্য ধরাতল!
অশান্তি শ্মশানে এবে।
চল হে কুমার,
হও রাজা শূন্য সিংহাসনে।

(জন্মেজয়কে ক্রোড়ে লইয়া
প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

জন্মেজয়, মন্ত্রী, প্রজাগণ, সভাসদ্গণ।

জন্মে। গর্জ্জে ক্রোধ ভীম বেগে,
বহুদিন—বহুদিন সহিতেছি এ মর্ম্ম যাতনা।
সময় আগত এবে,
উপেক্ষিতে নারি আর।
মারি পিতৃঘাতি অরি

দুরন্ত তক্ষকে।
ঘুচুক সংসারে সর্প ভয়,
যাক্ ভুলি নাগ নাম ত্রিলোকের লোক।
উপকারী উপদেষ্টা উতঙ্গ তাপস মম,
সুক্ষ্ম উপদেশ তাঁর
শিরেধরি পালিব যতনে।
ওহো,
আশ্চর্য্য মন্ত্রের তেজ!
তরু সনে হ'য়ে ভস্মীভূত
পুনঃ সে জীবিল দ্বিজ পাদপ সহিত!
কিন্তু, হে মন্ত্রসিদ্ধ দরিদ্র কাশ্যপ!
বৃথা শিক্ষা তব।
দরিদ্রতায় জ্ঞানহীন তুমি,
অর্থই পরমার্থ বোধ তোমাতে নিশ্চিত।
অর্থলোভে হইলে উন্মত্ত,
না বুঝিলে সার কর্ম্ম
রাজার জীবন দান,
মায়া নাগের মায়া জালে
পড়িলে অবোধ!
হ'লে প্রত্যাগত গৃহে
লভিয়ে প্রচুর ধন!
রটিল ধরণীতলে
'অর্থ লোভী দরিদ্র কাশ্যপ'।
ছি ছি, কেন হেন উচ্চ মন্ত্র কর উচ্চারণ
অযোগ্য বদনে তব!

মন্ত্রী। সমুদায় দেবতার বিড়ম্বনা।

রাজপথে প্রথম দর্শনে,
অমিল হইল আগে তক্ষক কাশ্যপে।
শেষে দুষ্ট ধূর্ত্তনাগ
পাতিল ছলনা,
বাঁধিল সখ্যতা ডোরে দরিদ্র কাশ্যপে
মানি পরাজয় তাঁর ঠাঁই।
দিল ধন অগনণ,
ভুলিল নির্ব্বোধ দ্বিজ।

জন্মে। কি দিয়ে ভুলাবে মোরে?
সৃষ্ট বস্তু সনে
কি আছে রে হেন দ্রব্য বিধির সৃজিত,
তাই নাগ দান করি মোরে
পাবে ত্রাণ রোষানলে?
আরে আরে
পিতৃঘাতি দুর্জ্জয় তক্ষক!
নিশ্চিন্তেতে কেন নিদ্রা আর?
ত্যজ ক্ষণ নিদ্রা ঘোর,
অত্যল্প বিরাম।
বড় উপকার তুমি করেছ আমার,
তেঁই প্রতি উপকার করিনু যতনে।
সাধিয়ে আদিত্য দেবে
তোমার কল্যাণে,
করিনু উদয় মহানিদ্রা দিন তব;
সুখে যাও চিরনিদ্রা সর্ব্বনাগ সনে।
হে জগৎ! ক্ষম মোরে,
হে বৃদ্ধ সচিব!

হের নীচ আচরণ,
হ'য়ে আছে বিস্মরণ মাতৃ আজ্ঞা।
শ্রুত আছি তব ঠাঁই,
মাতৃ আজ্ঞা মোর প্রতি;
মাতার আদেশ নির্ম্মূল করিতে নাগকুল।
মা! ক্ষম দোষ সন্তানের,
তবাদেশ ভুলি হ'য়েছে কঠিন পাপ।
শান্ত হও সতি!
অচিরিতে পাপ রাশি
করিব নির্ম্মল।
তোমার রোদন, তোমার বেদন
অনুক্ষণ অন্তর্দহণ করিছে জননী
কর মাতঃ আশীর্ব্বাদ,
যেন পুরে মনোরথ;
যেন সতীর রোদন ফল পায় দুষ্ট নাগ।
মন্ত্রি রাজ!
প্রতিহংসা প্রতিক্ষণ চাহিতে হৃদয়,
বিলম্ব অবিধি আর;
শুনেছি, বিধির বিধি
যজ্ঞে মোর বিঘ্ন বহুতর।
কর ত্বরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
সতর্কেতে সর্পসত্র করিব সমাধা।
দেখি
ত্রৈলোক্য মাঝারে
কোন জন করে ভঙ্গ নাগ যাগ
শুনিব না অনুরোধ কারও।

আসি যদি পদ্মযোনি
কহেন আমারে
জন্মেজয়, কর ভঙ্গ সর্প যজ্ঞ ;
পরিহর নাগহিংসা।
নিস্ফল হইবে বাক্য তাঁর।
যজ্ঞ হেতু প্রাণ পণ।
হে সমাগত সভাজন !
শুন নিবেদন, হও অনুকুল,
বদ্ধ করি একতা হৃদয়ে,
পূর্ণযাগ কর সবে।
কহ দূত গণে,
ঘোষণা করুক সর্ব্বরাজ্যে।
হস্তিনার সর্প সত্র হ'বে অনুষ্ঠান।
যাও প্রজাগণ !
হস্তিনায় প্রতি ঘরে ঘরে
জানাও সবারে ;
নাগ যজ্ঞ হবে আরম্ভন,
মরিবে পরীক্ষিত অরি
সবংস সহিত।
মাতুক আনন্দে সবে,
তুলুক পতাকা গৃহে চূড়ে
করুক মঙ্গলাচার বিধি অনুসারে।
যাও হে অমাত্য শ্রেষ্ঠ !
আন ডাকি
চণ্ড ভার্গব, বেদব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল,
মহাতপা উদ্দালক দেবল লোমাশা আদি

সুযাজ্ঞিক ঋষিগণে সবে।
আসুন সকলে সভাতলে,
ব্রতী হউন যজ্ঞে মোর;
সংসারেতে সুপণ্ডিত যাগ কার্য্যে এঁরা।
কালাকাল গায় সর্ব্বজনে
শ্রেষ্ঠ হোতা চণ্ডভার্গব।

মন্ত্রী। উপযুক্ত আজ্ঞা যুবরাজ।
শুনিলে হে সভাগণ,
শুনিলে হে রাজাদেশ প্রকৃতি সকল।
মিলি সবে এক মনে
যাগ কার্য্যে কর মনোযোগ।
ঘুচাও মনের ব্যাথা
হেরি পরীক্ষিত অরি সবংসে সংহার।
চলিনু তাপসাশ্রমে আমি।

(প্রস্থান)

জন্মে। মন্ত্রণাতে রমণী প্রধান।
যাই এবে প্রেয়সীর পাশে,
কহি যজ্ঞ কথা সবিশেষ।
(প্রকাশে) সভা ভঙ্গ কর সবে,
বিরলেতে করিব মন্ত্রণা।
যজ্ঞ সিদ্ধি করহ দৃঢ়তা,
হও কর্ত্তবের বশীভূত সবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী স্কন্ধে করত
রাজভৃত্য চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

প্র-ভৃ। ওরে ভাই ধর, ধর—
ফেঁটে গেল কাঁদ—

দ্বি-ভৃ। আরে মলো,
তুই শালা কি মুজ্জিকানা ?
আমার ঘাড় কি খালি ?

প্র-ভৃ। উঃ,—আর কোন শালা কর্ব্বে এমন কাম,
ছুট্‌ছে গায় কাল ঘাম !
বাবা রে—বাবা—
একান্ন মণ ভার !

(অতি কষ্টে স্কন্ধ হইতে ভূতলে ভার রক্ষা)

প্র-ভৃ। বটে ?
হবেনা দশ্‌ গের ?
বলে একান্ন মণ !
শালা যেন ননির পুতুল।
তোল মোট,
বলেছেন মন্ত্রী মশায়,

দেরি হ'লে হবে সাজা।

প্র-ভৃ। মাইরি,

আর আগে নে গেলে বুঝি দেবে খাজা?

চতু-ভৃ। ওরে ভাই,

চল চল, সাপ দাপ যগ্যি ফুরিয়ে যায়,

কাল তোরা ছিলি কোথায়?

এমন মজা দেখ্‌লি নে?

অগুণে পড়েছে সাপ পালে পালে;

কত রংঙের কত বিরঙের।

কালো নিলে, হ'ল্‌দে, স'বজে।

বিশ হাত, পঁচিশ হাত, ত্রিশ হাত,

মেয়ে মদ্দা কত রকমের সাপ।

তৃ-ভৃ। দূর শালা ঢোসারাম,

যোগ্য হবে যে কা'ল;

কোথায় তুই দেখ্‌লি সাপ?

চতু-ভৃ। হঁ্যা? বলিস কিবে?

তবে হয়ত সপ্নে দেখিচি।

তৃ-ভৃ। দূর শালা ফাজিল!

চল এখন যাই মোরা।

ভারস্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

প্র-সৈ। রাজ আজ্ঞা পালিব যতনে;

কিন্তু ভাই ভয় করে দ্বিজগণে।

বিরোধিলে যজ্ঞ দ্বার,

পাছে রোষে দান করে শাপ?

দ্বি-সৈ। অন্যায় আশঙ্কা তাহা।

রাজ দাস রাজ আজ্ঞাকরী মোরা ;
রাজাজ্ঞা পালিব যতনে।
বীর নাদে ব্রহ্ম শাপে ভীতি প্রদর্শনে,
কভু না ডরিব ভাই !
প্রাণ পণে রক্ষিব তোরণ।

প্র-সৈ। কিন্তু ভাই, যদি দেখি তেমন,
পলাইব আমি ;
প্রাণ বড় ধন।

দ্বি-সৈ। ছার তবে সৈনিকের পদ;
ভীরুজন সেনাপদ যোগ্য নহে কভু।
কাপুরুষে যায় প্রাণ,
সৈনিকের ধর্ম্ম নহে উহা।
ওরে ভীরু নীচ মতি,
শুনে যদি সেনাপতি হেন বাণি,
থাকিবে কি শির তব ?
রাজদ্রোহী দুরাচার ?

প্র-সৈ। জ্বালাও কেন ভাই ?
জানি সব।
চল যাই সেনাপতি ঠাঁই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জকানন।

(বপুষ্টমা)

বপু। কেন পূর্ণ হাসি শশী বসিয়ে অম্বরে?
হে তারকা রাজি,
কেন আজি উজ্জ্বল অধিক?
কহরে গগণ,
কেন মেঘ আবরণ না দেখি তোমাতে?
ফুটন্ত কুসুম চয়,
কেন হেরি নব ভাব?
কেন আজি সুসৌরভে মেদিনী মাতাও?
একি রে ভ্রমর?
তেওয়াগিয়া সুধাধার জল কমলিনি,
শুষ্ক স্থলপদ্মে কর মধু অন্বেষণ?
হে মধুপ,
কি আনন্দে উল্লাসিত চিত,
তাই ছাড়ি নলিনীর মুখ
আগমন এ উদ্যানে তব?
আছে প্রকৃতির রীতি,
রাত্রিকালে নিরব বিহঙ্গ,
কিন্তু তবু কেন পাখি,
নীমিলিত আঁখি হয়ে গাও তরু শাখে?
সত্য কহ প্রকৃতি সুন্দরী,

কেন আজি নূতন নিয়ম ?
বুঝেছি জননি,
প্রাণেশের যজ্ঞ বলি হেন ভাব।
কতক্ষণে হইবে প্রভাত,
মরিবে শ্বশুরঘাতি দুর্জ্জয় তক্ষক।
কই নাথ!
না হেরি এখনও কেন কুসুম কাননে।
আসিতেছে প্রাণের সঙ্গিনী সব,
থাকি বৃক্ষ অন্তরালে
ক্ষণকাল করিব কৌতুক।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।

(সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বিলাস কানন সখি হের হের লো।
কত দিকে কত ফোটা ফুল থরে থরে লো ॥
মাধবীর কত শোভা, গোলাপের কিবা প্রভা,
ছুটিছে সুরভি পুঞ্জ বায়ু ভরে লো ;—
আর হের জাঁতি যুথি ফোট ফোট লো ॥
ওদিকে ঐ গন্ধরাজে, ছড়াইছে শূন্য,
হৃদয় খুলিয়ে রাখি অকাতরে লো ;
মধু আশে মধুপ কুল চুমিতেছে লো ॥
নব মুকুলে বকুলে, মল্লিকা কেতকী বেলে,
মোহীল রমনী মনো। মরি মরি লো ;
মদনের ফুল বাণে জ্বর জ্বর লো ॥

প্র-সখি। কি সুন্দর কুসুম কানন
নেহার নয়ন ভরি;
চাঁদের কিরণ মাখি ফোটা ফুল যত
মনোহর আরও সখি!
দ্বি-সখি। কই যুবরাণী বপুষ্টমা সতী?
প্র-সখি। সত্য ভাই,
কই সখি আনন্দ রূপিনী।
তৃ-সখি। চল পুরী মাঝে,
নাহি সখি উদ্যান ভিতরে।
প্র-সখি। ভুলিনু স্বজনী সব,
বাছি বাছি তোল ফুল,
গাঁথ মালা;
স্বহস্তে সাজাব সবে প্রাণের সঙ্গিনী।
দ্বি-সখী। ভাল কথা করিলে স্মরণ,
সুন্দর কুসুম তুলি সাজাব সুন্দরী।

(সকলের পুষ্পচয়নান্তর মাল্য
গ্রন্থন সমাপ্ত করিয়া)

প্র-সখী। অমূল্য কুসুম হার মম
পুলকে দোলাব সখী গলে।
দ্বি-সখী। মনোহর মালা পরাইব কবরীতে আমি।
তৃ-সখী। সুন্দর পবিত্র করে,
সাজিবে সুন্দর হার।
প্র-সখি। চল সব ত্বরা,
আনিগে কাননে প্রাণ সখি।

বপুষ্টমা প্রকাশ হইয়া

বপু। না না সখি,
আছি আমি হেতা——

প্র-সখী। কেন রঙ্গ রসময়ী এত!
বাসনা হ'য়েছে বড়
ফুলের প্রতিমা আজ করিব তোমারে,
ফুল সাজে সাজ' সুলোচন।

বপু। হে জীবন সহচরী!
তোমাদের মন প্রাণ,
আমারও প্রাণ মন
একই জানিবে সখি!
পুরাও বাসনা,
সাজাও ফুলের হারে মোরে।

প্র-সখী। ব'স এই তরুবর তলে
সরলতার মুর্ত্তিমতী ছবি!

(বপুষ্টমাকে ফুল হারে সাজাইতে সাজাইতে গীত)

সাজাইব ফুল সাজে সাজ
আপন হাতে আপনি সখি।
সাজাব যতনে, তোমা রতনে
ফুল হার দিয়ে কিনে রাখি॥
ধর সখি পর বনফুল হার,
দুধারে দুলিবে এমনি ধারা;—
গোলাপ তুলি রেখেছি যতনে,
দাও হে কবরী উপরে রাখি।

নবীনা নাগরী, আহা মরি মরি,
নাগরে তোমার আনিগে ডাকি ॥

প্র-সখী। (সহাস্যে) না সখী!
ডাকিতে হবে না আর নবীন নাগরে;
আসিছেন যুবরাজ
যুবরাণী ধরিতে হৃদয়ে!

(সখীত্রয়ের প্রস্থান)

দূরে জন্মেজয়ের প্রবেশ।

জন। অনুকুল হওহে কেশব।
অনুকুল হও শূলী!
আদি পুরুষ, হে দেব চন্দ্রমা!
থাক' অনুকুল মোর।
তুষ্ট হও নবগ্রহ।
সুপ্রসন্নে থাক দশদিক।
বিঘ্ন বিনাশিনী দুর্গা দূরিত বারিণী
দূর কর বিঘ্ন রাশি।
মা!
পূর্ণ কর যজ্ঞ মোর।

(বপুষ্টমার নিকটে গমন)

কেন প্রিয়ে ফুল সাজে
ফুল্ল সরোজিনী।
কি আনন্দে চিত্ত প্রফুল্লিত,
তাই হেন নব সাজ?

বপু। কি আনন্দ?
হে প্রাণকান্ত! আনন্দ অপার মোর;
মরিবে শ্বশুর ঘাতি দুরন্ত তক্ষক,

তাই হৃদি ফাটে হর্ষ ভরে।
নাথ, কতদিনে পূর্ণাহুতি
দিবে হোমানলে ?
কত দিনে সাঙ্গ হবে সর্পযাগ ?

জন। নির্ম্মূল হইলে নাগকুল
পূর্ণ হবে যজ্ঞ মম !
(বপুষ্টমার চিবুক ধরিয়া)
যাগ সাঙ্গ দিনে
সভা তলে যজ্ঞেশ্বরী বসিবে বামেতে মোর
এই সাজে ;
মোহিবে জগৎ
হবে মোর কামনা পূরণ।

বপু। প্রাণেশ্বরী !
লজ্জাধীনা নারীকুল,
সর্ব্বদা লজ্জার বশ রমণী মণ্ডলী ;
কেমনে যাইব সভাতলে ?
কি কহিবে ত্রিলোকের লোক।

জন। কেন প্রিয়ে অজ্ঞানের কথা।
রাজধর্ম্মে বিধি সিদ্ধি ইহা।
গাইবে সতীত্ব গুণ সভাসদ্ সবে
হেরি তব পবিত্র মাধুরী।
সুবদনে, চল এবে শয়ন মন্দিরে,
উপবাসে পরিশ্রান্ত আমি।
রে তক্ষক !
পূর্ণ পাপ এতদিনে তোর,
হিংসার শেষ ফল লভ দুরাচার।

চতুর্থ-গর্ভাঙ্ক ।

নাগলোক।

(নেপথ্যে করুণ স্বরে
গীত)

গেল গেল সব গেল, নাগবংশ ফুরাইল।
সর্পযজ্ঞে হস্তিনারাজ, সবংশে সবে নাশিল ॥
গেল গেল মাতা পিতা, গেল ভগ্নী গেল ভ্রাতা,
প্রাণের পুত্র বনিতা, যজ্ঞানলে প্রাণ ত্যজিল।
হায় এখন কিবা করি, অনলে প্রাণ পরিহরি,
(যেন) হৃদাত্মা লইছে ছিঁড়ি, কে আর রক্ষিবে বল
হা বাসুকী নাগরাজ ! গেল গেল তব প্রজা,
তক্ষক হ'তে এত সাজা, নাশিল রে নাগ কুল।

বাসুকী। আস্তীকের প্রতি।

শুন বৎস বিষম রোদন।
কাঁপে কলেবর ব্রহ্মকোপে,
অবিলম্বে যাও যজ্ঞস্থলে।
হাহাকার চারিদিক
শোক দুঃখ পূর্ণ নাগ লোকে,
মূর্ত্তিমান কদ্রুশাপ!

ওহো, কি কঠিন শাপ!
অদ্ভুত মাতার শাপ!
যে দিকে তাকাই,
হায় বৎস,
যে দিকে তাকাই,
মূর্ত্তিমান অগ্নি যেন গ্রাস করে আসি।
ছিল গুপ্ত ভাবে শাপ,
বহুদিন পরে হইল প্রকাশ
বিনাশিতে নাগবংশ।
অথণ্ড বিধির বিধি কে করে খণ্ডন
তেঁই মর্ত্ত্যে সর্পসত্র আজি,
তেঁই রাজা জন্মেজয় হস্তিনা নগরে।
নিদারুণ নাগ যজ্ঞ,
শেষ প্রায় হ'ল সর্পকুল;
নিস্তার নাহিক আর,
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে আমি।
পূর্ব্বে বিধাতার বাণী
করিনু শ্রবণ,
তাই দানিলাম জরৎকারু,
মহা ঋষি জরৎকারু করে।
প্রসন্ন হইল ঋষি
শুনি মাতৃ স্তব তব;
তেঁই সে করিল উৎপাদন
জিতেন্দ্রিয় আস্তীক তাপস,
নাগকুল করিতে রক্ষণ।
তাই করি উপরোধ,

যাও মর্ত্ত লোকে,
বিমোহিত কর জন্মেজয়ে,
ত্রাণ কর সর্পগণে
ভীষণ রাজ রোষ হ'তে।
পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নি আদি
দিন দিন পড়িছে অনলে ;
ফাটে হৃদি নিদারুণ শোকেতে,
না মানে প্রবোধ হিয়া।
অন্তস্থল পুড়িছে অনলে,
যাও যাও যজ্ঞ স্থলে।

আস্তীক। শান্ত হও মহামাতি !
নিবার' দারুণ শোক,
ত্যজ' ভয় পূর্ণরূপে,
কর চিত্ত স্থির মহাত্মন্।
প্রাণপণে
যজ্ঞ বিঘ্ন হেতু করিব যতন ;
তব আশীর্ব্বাদে
অবশ্য পুরিবে মনোরথ।
অবশ্য ভুলাব ভূপে
স্বীয় বিদ্যা বলে ;
সচ্ছন্দেতে সর্পগণ থাকিবে সকল।
মা !
থাকিয়ে তোমার গর্ভে
শুনিয়াছি পিতার বচন,
আমিই রক্ষিব নাগগণে ;
মম হাতে নাগবংশ থাকিবে অক্ষয়।

তাই দেবি, আছে দৃঢ় মন,
তাই ভয় না করি সত্রেতে।
ভয় দূর কর মাতঃ;
আত্মীয় স্বজন শোক ত্যজ মা জননি!
পাপী তারা বড়,
তেঁই সে দহিল অগ্নি জন্মেজয় যজ্ঞে।

প্রথম নাগকন্যার প্রবেশ।

প্র-নাগ। রক্ষা কর মহারাজ!
পোড়া প্রাণ হোমানলে;
তাই পুনঃ মহা শোক,
ভ্রাতা মোর হইল সংহার।
আছে শুদ্ধ পুত্র এক,
রক্ষা কর তাবে।—
হায় হায় ঐ যায় পুত্র মম,
ঐ যায় অন্ধের নয়ন।
দাঁড়া বাপ্ দাঁড়া বাপ্!
মাতা পুত্রে পড়িগে অনলে ——

(বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় নাগ কন্যার প্রবেশ

দ্বি-নাগ। নাগ রাজ, কেহ নাহি মম,।
শুদ্ধ আমি আছি,
শুদ্ধ আছে প্রাণ মোর;
কিন্তু তাও জর্জ্জরিত শোকে।
রাখ রমনীর প্রাণ
রক্ষা কর যজ্ঞানল হতে;

ওহো যাই যাই
আকর্ষণ মন্ত্রের আকর্ষণ —
যাই যাই —
ধর ধর রাজা,
নে যায় টানিয়ে মোরে
পুড়াইতে হোমা নলে —
ধর ধর —

(বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় নাগ কন্যার প্রবেশ।

তৃ-নাগ। হান বীর্য্য তুমি নাগরাজ!
চিরদি অশ্রিত আমরা,
নারিলে রাখিতে এই বিপত্তি সময়ে?
মহা সর্ব্বনাশ মোর,
বলবান সুপণ্ডিত স্বামী
হের রাজা আকাশ উপরে
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ মন্ত্র তেজে;
এখনি পাবকে পড়ি হারাবে জীবন।
সয় কিগো হেন শোক
কভু সতী প্রাণে?
মিনতি করি চরণে,
ক্ষম অপরাধ মোর
সুপ্রসন্নে প্রাণ নাথে দাও প্রাণ দান।
ঐ ঐ
ঐ গেল —
ঐ আশা গেল;

যাই যাই আমিও সত্বর,
হইগে পতির সঙ্গী —

(বেগে প্রস্থান)

বাসুকী। হের বৎস ঘোর বিভীষিকা!
ত্বরা যাও যজ্ঞস্থলে।
না পারি সহিতে আর
নাগের রোদন।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ও

সসম্ভ্রমে সকলের গাত্রোত্থান করতঃ ব্রহ্মাকে প্রণাম

ব্রহ্মা। কি আশ্চর্য্য নাগরাজ!
এখনও আস্তীক রসাতলে!
নাগ বংশ হইল নিঃশেষ প্রায়।
শুনেছ আমার বিধি,
তবে চিন্তা কেন অন্যমত;
পাঠাও আস্তীকে যজ্ঞস্থলে,
পূর্ণ হবে মনোরথ।
হে আস্তীক!
করি আশীর্ব্বাদ,
হও সিদ্ধ কাম,
তিন লোকে যশঃ রাশি,
কর সুবিস্তার
সংরক্ষিয়ে সর্পগণে।
হইনু বিদায়,
যাও ত্বরা হস্তিনায়

(প্রস্থান)

যাও ত্বরা হস্তিনায়।

(প্রস্থান

বাসুকী। শুনিলে বিধাতা বানী,

আশু গতি করহ প্রস্থান

(আস্তীককে কল্যাণ করতঃ বাসুকী ও জরৎ কারুর প্রস্থান)

আস্তীক। অন্ত করণ সুপ্রসন্ন অতি,

মনোবাঞ্ছা পুরিবে আমার।

না-গ বংশ মম করে

পাইবে নিস্তার।

মাতৃ কুল মাতুল বাসকী

পাবে ত্রাণ মোর তপোবলে।

যাগ কার্য্যে ব্রতী যত দাম্ভিক তাপস

হবে সব পরাজয় বাস্তীকের ঠাঁই।

অপার আনন্দ হৃদি মাঝে!

ধন্য পিতঃ জরৎকারু!

ধনঃ তব তপোবল

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

মধ্যস্থলে বৃহৎ হোমকুণ্ড সংস্থাপিত
যজ্ঞদেবীর চতুষ্পার্শ্বে ঋষিগণ
উপবিষ্টা, নিম্নে বেদীপার্শ্বে
জন্মেজয় দণ্ডায়মান,
মন্ত্রী, রাজগণ ও
প্রজাগণ।

(প্রথম ঋষির মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক একবার
হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান ও এক একটী
সর্পের শূন্য হইতে হোমকুণ্ডে
পতন)

প্র-ঋষি। মহারাজ! আসিবে
অবিলম্বে তক্ষক,
বাসুকীর পুত্রগণ আসিছে এবার।

জন। শীঘ্র বধ পিতৃ বৈরী।

প্র-ঋষি। হে রাজা মন্ত্র বল,
তক্ষক নন্দন সব পড়িছে পাবকে।

দ্বি-ঋষি। স্থির হও নরনাথ!

আজিই হবে যজ্ঞ পূর্ণ।

প্র-ঋষি। আশ্চর্য্য ঘটন!

তক্ষকের পুত্র যত পুড়িল পাবকে,

কিন্তু কৈ সেই দুর্ম্মতি তক্ষক?

জন। কেন কেন বিড়ম্বনা না পারি বুঝিতে।

সপ্তদিন সর্প যজ্ঞ;

তবু নাহি মরিল তক্ষক?

হে ঋষিগণ!

পিতৃ অরি আশুকর নাশ।

কর যুক্তি বিধি মতে,

থাক অন্য সর্পগণ;

মার আগে দুর্জ্জয় তক্ষক,

ঘুচাও মনের কালি।

প্র-ঋষি। মন্ত্রবল শ্রেষ্ঠ তিন লোকে;

মুহূর্ত্তেকে তক্ষকে

পারিব অনলে।

(মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমানলে
ঘৃতাহুতি প্রদান করতঃ)

নাগ লোকে নাই দুরাচার।

কোথা গেল পাপাশয়?

জন। মায়ার নিদান দুষ্ট

দেখ কোথা পালাল সভয়ে।

পাড় পাড় হোমানলে।

দ্বি-ঋষি) ভাল,

ধ্যান করি জানিব সকল।

(ধ্যানানন্তর) সর্ব্বনাশ নরনাথ!
যজ্ঞে বিঘ্ন বহুতর।
বাসরের লয়েছে আশ্রয়,
সংকল্পিত সুরনাথ
রক্ষিতে তক্ষকে।

প্র-ঋষি। কেন শঙ্কা মহাশয়
আজ্ঞা কর নরেশ্বর,
সতক্ষক ইন্দ্রে আনি
পাড়ি হোমানলে।

জন। পিতৃ অরির রক্ষয়িতা যিনি,
শত বার বধ্য তিনি মম ;
দেখাও মন্ত্রের তেজ,
যজ্ঞানলে দগ্ধ' শচীনাথে।

মন্ত্রী। মহাশয়!
স্থির চিত্তে কর আজ্ঞাদান —

জন। রাখ যুক্তি সচিব প্রধান!
দিবা জ্ঞানে অনুমতি
করিছি প্রদান।

প্র-ঋষি। জয় রাজা জন্মেজয়,
সুযাজ্ঞিক তুমি ধরাতলে।
অতুলন সাহস তোমার,
তেজ বীর্য্যে অদ্বিতীয় তুমি।
হের সভাসদ্ সবে
অদ্ভুত দ্বিজের মন্ত্র।
দেখ দেখ তিনলোক
মন্ত্রের মহিমা।

(মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমানলে
ঘৃতাহুতি প্রদান)

(সহসা শূন্যে ইন্দ্রাসন সহিত ইন্দ্র ও
তক্ষকের আবির্ভাব ও সভার
চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল)

দূরে আস্তীকের প্রবেশ
ও
এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ।

ইন্দ্র । ত্যজ রোষ মহীপতি !
নিবার দারুণ ক্রোধ
হে দ্বিজেন্দ্র সবে ।
মন্ত্রবল অব্যর্থ সংসারে ।
ছাড়িলাম তক্ষকের,
দাও প্রাণ দান মম ;
বধ বধ হে রাজন ! পরীক্ষিত অরি।

প্র-ঋষি । ক্ষম দোষ আখণ্ডল !
ত্যজ তক্ষকে রে,
সচ্ছন্দেতে যাও সুরপুরে ।

(তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া
ইন্দ্রাসন সহিত ইন্দ্রের
অন্তর্ধান
ও
তক্ষকের শূন্যে অবস্থিতি)

জন । নাশ ত্বরা পিতৃ অরি ।

কি জন্য অপেক্ষা আর
কর মহাশয়!

প্র-ঋষি। হও কাম পূর্ণ রাজা।

(মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমানলে
ঘৃতাহুতি প্রদান। তক্ষককে
অগ্নিকুণ্ডে পতনোন্মুখ
দেখিয়া আস্তীক উর্দ্ধ-
মুখে মৃদুস্বরে)!

আস্তীক। তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

(তক্ষকের পুনরায় কিঞ্চিৎ
উর্দ্ধে উত্থান ও শূন্যে অবস্থিত)

জন। মহাশয়!
মন্ত্রব্যর্থ একি চমৎকার!
পাড় ত্বরা তক্ষকে অনলে।

প্র-ঋষি। আশ্চর্য্য ঘটন!
ভাল,
দেখি কিসে থাকে তক্ষকের প্রাণ

(আচমণ পূর্ব্বক আহুতি
প্রদানো দেযাগ)

মন্ত্রী। স্থির হও মহাঋষি!
(রাজার প্রতি) যুব রাজ!
হের ঐ অপূর্ব্ব বালক।

(আস্তীককে নির্দ্দেশ)

দেখিচি স্বচক্ষে আমি,

তক্ষকের পানে চাহি
কি কহিলা ঋষি।
তাই নাহি বৈশ্বানর
গ্রাসিল তক্ষকে
দারুণ দ্বিজের মন্ত্রে।
তেঁই দুষ্ট নাগ—
পুনরায় উঠিল গগণে।

জন। (আস্তীককে দেখিয়া)
একিরে অদ্ভুত দ্বিজ,
ছদ্মবেশে কোন মহাজন।
(প্রথম ঋষির প্রতি)
মহাত্মন্ করুন অপেক্ষা ক্ষণকাল,
মনোহর কে তাপস সম্ভাষি যতনে,
জানি তত্ত্ব সবিশেষ।
চণ্ড ভার্গব মন্ত্র ব্যর্থ!
দেখি দেখি
কোন ঋষি ইনি।
পূর্ণকাম প্রায় আমি
সম্মুখেতে শত্রু সমাগত!
কিবা চিন্তা —
বধিতে আর নাগে।

(আস্তীকের নিকটে গমন)

কহ সত্য পরিচয় তাপস নন্দন!
সংশয়েতে দোলে মন
হেরি তব দীপ্তি বল।
কেমনে আইলে যজ্ঞ স্থলে?

যম দূত সম দ্বারী
সুসজ্জিত দ্বারে,
প্রবেশিতে নারে যম
প্রতাবে তাদের।
সমান্য বালক তুমি,
ভুজবল অত্যল্প তোমাব,
উতরিলে কিসে যজ্ঞ দ্বার ?

আস্তীক। আস্তীক আমার নাম,
পিতা মম জরৎকারু,
মাতুল বাসুকী নাগ রাজ।
কল্যাণ দান নিত্য ধর্ম্ম মোর,
করিনু কল্যাণ সেনাগণে,
নির্ব্বাদে ছাড়িল তোরণ।
তাই হ'ল
সুযাজ্ঞিক রাজ দরশন,
তাই হ'ল সফল জনম।

জন। মধুর আলাপ!
কোন্ বিধি গঠেছে তোমারে
শান্তি পূর্ণ দেহ খানি দিয়ে।
কহ সত্য বাণী,
কোন্ কার্য্যে আগমন হেতা।
তপোবল অদ্ভুত তোমার,
মন্ত্রব্যর্থ করিলে ঈঙ্গিতে।

আস্তীক। ভুবন পালন জননাথ!
অতুলন কীর্ত্তিরাশী এ জগতে তব।
কর[illegible]কীর্ত্তি সুবিস্তার

রক্ষিয়ে ব্রাহ্মণ বাণী।
ভিক্ষা হেতু আগমন হেথা।
দাও দাও ভিক্ষা মোরে;
বাড়াও মহিমা তিন লোকে।
কর দান,
কর মোর প্রার্থনা পূরণ,
মুছাও মোর আত্মার রোদন;
বাড়াও সম্মান,
দেখাও অলৌকিক দান
ত্রিলোকের লোকে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে
ঘুষুক সকলে
আদর্শ আদর্শ দাতা
রাজা জন্মেজয়।

জন। দান যোগ্য পাত্র তুমি।
তক্ষকের প্রাণদান।
আর যজ্ঞ ভঙ্গ,
এই দুটী বিনা
মাগ' দান অন্য মত যে বাসনা চিতে,
অবশ্য পুরাব আমি।

প্র-ঋষি। (দ্বিতীয়ের প্রতি)
বুঝেছ সকল!
দেখ দেখ বিধির বঞ্চনা।
মহারাজ!
দান কার্য্য এ সময়ে নহে।
যাও ফিরি তাপস কুমার,

সাঙ্গ হ'ল সর্প যাগ
আসিও প্রার্থনা হেতু
রাজার গোচর।

আস্তীক। কর মোর প্রার্থনা পূরণ নরনাথ!

জন। ধন জন গো অশ্ব শকট
কিম্বা এই হস্তিনানগরী,
লভ' দান মোর ঠাঁই
যে বাসনা মোনে।

প্র-ঋষি। মহারাজ!
বহু বিঘ্ন যজ্ঞে তব।
মায়াবী তাপস এই
মায়াজাল করিছে বিস্তার,
না হইও মুগ্ধ ওর মোহে।
দাও অনুমতি,
হোমানলে পাড়ি তক্ষকেরে।
তপোবল দেখুক জগৎ।
হাতে শক্র,
বিলম্ব অবিধি আর।
রে মায়াবী দুষ্ট ঋষি!
কর তুমি ত্বরিত প্রস্থান,
মায়াজাল না খাটিবে হেতা।

আস্তীক। মহাজ্ঞানী মহাঋষি তুমি,
কেন কর অন্যায় আলাপ!
মহারাজ!
মহাদাতা, শ্রেষ্ঠ রাজা
তুমি ধরাতলে।

কর তোর বাসনা পূরণ;
রাখ এই তাপস জীবন।
তক্ষকের দাও প্রাণ দান;
যজ্ঞ ভঙ্গ কর মহাজন!
ঘুচাও ভুজঙ্গ রোদন,
কর ত্রাণ বাসুকীরে,
রাখ রাখ নাগ কুল।

দ্বি-ঋষি। দুরাচার,
সাবধান মহারাজ!
ভুলিও না বে'দের কুহকে।

জন। মহাশয়!
অসঙ্গত কেন মাগ' দান।
করিছি প্রতিজ্ঞা
বিনাশিব নাগকুল,
সর্ব্ব লোকে জানে এই বাণী——

আস্তীক। সুযাজ্ঞিক নরনাথ!
রক্ষা কর তক্ষক জীবন।

(কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক
স্তুতি গান)

জয় জয় জয় জনাদিনাথ, জযতি যজ্ঞ জীনন,
জিতেন্দ্রিয় জিত শত্রু জীবদ জীব জীবন।
সুন্দর সুশীল সুমেধা যুত,
সুজন সুবিদ্য সুধির সুবোধ,
ধর্ম্মশীলো ধর্ম্মাত্মন হে পরীক্ষিত নন্দন।

ইন্দ্র ইক্ষাকু যম যজাতি,
শিবি শিখিধ্বজ সোম দাশরথী,
মান্ধাতা মরুত পাণ্ডু যুধিষ্ঠির কুবের বরুণাদি যজ্ঞন্যুন
মহানু মহান ঋষিগণে,
ব্যাসদেব শিষ্যগণে,
যাদৃশী যজ্ঞে উজলি বসি তাদৃশী যজ্ঞ অতুলন।
অগ্নিশিখা দেবী প্রদক্ষিণ করে,
হরিষে হবি খায় বৈশ্বানরে,
"বেদধ্বনি পূর্ণ চারিদিকে কি অপূর্ব্ব শোভন"।
ধর্ম্মরাজ সম ধাম্মি্ক প্রবর,
ধনুর্ব্বিদ্যায় গণি রঘূবর,
কীর্ত্তিস্তম্ভ ভগীরথ তুল্য তেজে সূর্য্য কিরণ।
কৃত কর পুটে মাগি বর ভিক্ষা,
নীতিমান কর ব্রহ্মবাক্য রক্ষা,
মহাত্মন হে রাজন অহ মেব ব্রাহ্মণ।

জন। অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
তপোবল অলৌকিক তবে।
মোহিল আমার মন,
হিংসা শূন্য হইল হৃদয়,
ভুলিলাম নাগ হিংসা।
স্বরূপ বচনে কহ তাপস কুমার,
কোন্ মহাত্মন তুমি,
কোন্ লোকে বসতি তোমার,

লভিলাম শিক্ষা সমুচিত।
শুন শুন ঋষিগণ,
শুন শুন সভাজন,
শুন শুন ত্রিলোক,
প্রাণ পাউক ভয়ার্ত্ত তক্ষক;
নির্ভয়ে বাসুকী থাক্ রসাতলপুরে,
রক্ষা হউক নাগকুল,
কর ভঙ্গ সর্প যজ্ঞ;
পুরুষ তাপস বাঞ্ছা,
বিধি বাণী থাকুক অটল।

(সহসা সভার চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল ও শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

ব্রহ্মার প্রবেশ

সসম্ভ্রমে সকলের গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে যথোচিত প্রণতি।

ব্রহ্মা। জয় রাজা জন্মেজয়,
অতুল যজ্ঞ ভবে তব।
দান তব অপার সংসারে।
ধন্য আস্তীক জরৎকারু সুত,
নাগবংশ রাখিলে সুজন!

জন। ধন্য বিধি অপার করুণা!
পূর্ণ কাম আমি;
সর্প যজ্ঞ পরিপূর্ণ মম।

ব্রহ্মা। পূর্ণ কাম তুমি জন্মেজয়,
নরলোকে অদ্বিতীয় নরেশ্বর তুমি।
গাও মুক্তকণ্ঠে সভাসদ্,
জয় রাজা জন্মেজয়ের জয়,
জয় আস্তীকের জয়।

সকলে। জয় রাজা জন্মেজয়ের জয়,
জয় আস্তীকের জয়।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণম্।